আক্বীদার মানদণ্ডে

তাবিজ

মূল ঃ আলী বিন নুফায়ী আল্-উলাইয়ানী

অনুবাদ ঃ ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান

Akidar Mandonde

TABIZ

^ List

আক্বীদাহ্‌র মানদণ্ডে

তা'বিজ

মুসলিমদেরকে অবশ্যই যা জানতে হবে

মূল

'আলী বিন নুফায়ী আল-উলাইয়ানী (রহঃ)

অনুবাদ

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান (রহঃ)

বি.এস.বি.ই. (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা মুকাররমা হতে

আরবী ভাষা, দাওয়া ও আক্বীদাহ্ বিষয়ে সনদ প্রাপ্ত

^ List

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

তা'বিজ সম্পর্কে হরেক রকমের বই পুস্তক বাজারে রয়েছে। ঐ সব বইয়ে তা'বিজের স্বপক্ষে কোনো সমর্থনযোগ্য বর্ণনা নেই, অথচ অনেক কিচ্ছা কাহিনীসহ অসংখ্য তা'বিজের বর্ণনা ও ফাযায়েলে ভরপুর। এই সব বই পড়ে যে কোন মানুষ বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, রোগ, যন্ত্রনা থেকে মুক্তি লাভের আশায় তা'বিজ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়। তা'বিজের ব্যবহার আজ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে উঠেছে।

প্রখ্যাত গবেষক ডঃ আলী আল-'উলাইয়ানী তাঁর "আক্বীদাহ্‌র মানদন্ডে তা'বিজ" নামক পুস্তিকায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে তা'বিজের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করেছেন। তা'বিজ ব্যবহার শরীয়ত সম্মত কিনা- এর পক্ষের ও বিপক্ষের দলীলসমূহ তিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীসের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এতে তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য পেশ করার পর এটা প্রমাণ করেছেন যে, তা'বিজের যে রেওয়াজ বর্তমানে প্রচলিত আছে তার অধিকাংশই ছহীহ আক্বীদাহ্‌র পরিপন্থী এবং সরলপ্রান মুসলিমদেরকে তাদের অজ্ঞতার সুযোগে ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ তথা বাঁচা মরার অবলম্বন হিসাবে বেছে নিতে প্ররোচিত / উদ্বুদ্ধ করছে এবং এর ফলে তারা নিজেদের অজান্তে বিদ'আত ও শিরকের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ * (المائدة : ٢٢)

অর্থাৎ *"তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।"* (সূরা মায়িদা ৫ : ২৩ আয়াত)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

অর্থাৎ 'যে তা'বিজ ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দিবেন না।'

আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে শিরক থেকে মুক্ত রাখুন এবং তাঁর ক্রোধ ও জাহান্নামের আগুন থেকে হিফাজত করুন। আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য কামনা করার ও মুছীবতের সময় একমাত্র তাঁর উপর নির্ভর করার যে নির্দেশনা কুর'আন মাজীদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্‌র মধ্যে রেখেছেন তা পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করার তাওফীক তিনি আমাদের সবাইকে দান করুন। আমীন!

অনুবাদক

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

লেখকের কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁরই নিকট গুনাহ হতে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁরই কাছে হিদায়েত প্রার্থনা করছি। তাঁরই নিকট আরও আশ্রয় চাচ্ছি আমাদের নফ্সের ও 'আমলের খারাবী হতে। যাকে আল্লাহ পাক হিদায়াত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না, আর যে গোমরাহ হয় কেউ তাকে হিদায়াত করতে পারে না। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতএব, যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে না, তার মধ্যে ঈমান নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ * (المائدة : ٢٢)

অর্থাৎ *"আর তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"* (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ২৩ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত বলেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ * (الأنفال : ٢)

www.downloadbdbooks.blogspot.com

অর্থাৎ *"নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সেই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে, আর তারা নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।"* (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৩ আয়াত)

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা ঈমানের একটি শর্ত। আর আল্লাহ্র প্রতি সত্যিকার তাওয়াক্কুলের অর্থ এই যে, বান্দা এই বিশ্বাস রাখবে যে, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আল্লাহ যা চান তাই হয়, আর তিনি যা চান না তা হয় না। আর তিনিই একমাত্র কল্যাণ- অকল্যাণের মালিক, দেয়া না দেয়ার মালিক, আর একমাত্র আল্লাহর সাহায্যেই ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সৌভাগ্য হয়।

যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) উদ্দেশ্য করে বলেন-

يَا غُلاَمُ ! إِنِّيْ مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ ، اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَىٰ أَنْ يَّنْفَعُوْكَ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَىٰ أَنْ يَّضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ . (مسند أحمد)

অর্থাৎ "হে বৎস ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখাবো। যদি তুমি সেগুলো হিফাযত কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে হিফাযত করবেন। আল্লাহর হুকুম আহকামের হিফাযত কর, তাঁকে শির্ক্, কুফ্র থেকে মুক্ত রাখবে, তবেই একমাত্র সাহায্যকারী হিসাবে তাঁকে তোমার কাছে পাবে। আর যখন কোন কিছু যাচঞা করবে, তখন আল্লাহর কাছে যাচঞা কর, আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, একমাত্র তাঁর কাছেই করবে। এবং জেনে রেখো- তোমার উপকার করার জন্য পৃথিবীর সকল মানুষ একত্রিত হলেও আল্লাহ তোমার জন্য তাক্দীরে যে মঙ্গল লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন প্রকার মঙ্গলই তারা করতে পারবেনা। আর যদি তারা তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে তাক্দীরে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তোমার জন্য যে ক্ষতি লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত অন্য কোন ক্ষতিই তারা করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর দফতর বন্ধ করে ফেলা হয়েছে।" (মুসনাদে আহমাদ, প্রথম খন্ড)

www.downloadbdbooks.blogspot.com

অতএব, মানুষের উদ্দেশ্য পূরণ হবার জন্য তাওয়াক্কুল সর্বোত্তম মাধ্যম। এবং তাওয়াক্কুলের কারণে বালা-মুছিবত দূর হয়ে যায়। তবে তাওয়াক্কুল পরিপূর্ণ হবার শর্ত হচ্ছে, মাধ্যমের প্রতি ঝুঁকে না পড়া। অর্থাৎ মাধ্যমের সাথে, অন্তরের সম্পর্ক ছিন্ন করা।

সুতরাং একজন পরিপূর্ন তাওয়াক্কুলকারী মু'মিনের অবস্থা হবে এই যে, তার অন্তর থাকবে আল্লাহর সাথে, তার শরীর থাকবে আসবাব অর্থাৎ মাধ্যমের সাথে।

কারণ, মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর হিকমতের স্থান, তাঁর আদেশ এবং বিধান। আর তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক আল্লাহর রুবূবিয়্যত তথা প্রভুত্ব এবং তাঁর বিচার ও তাঁর তাক্বদীরের সাথে। এ জন্যই তাওয়াক্কুল ব্যতীত মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ আল্লাহর দাসত্বে শামিল হয় না। অনুরূপভাবে, আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া কোন তাওয়াক্কুল সঠিক হয় না। তাওয়াক্কুল যখন দুর্বল হয়, অন্তর তখন মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং স্রষ্টা থেকে গাফিল হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, গাফিলতি এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে, প্রকৃত মাধ্যমের উপর ভরসা না করে, মানুষ কতকগুলি মনগড়া মাধ্যমকে ভরসার স্থল বানিয়ে নেয়। আর এটাই হচ্ছে আগেকার যুগে ও বর্তমান যুগে তা'বিজ ভক্তদের অবস্থা।

যেহেতু যাদুকর, কুসংস্কারবাদী, সুফীবাদ, গণক চিকিৎসক এবং ঝাড়-ফুঁকের চিকিৎসার অভিযোগে অভিযুক্ত দাজ্জালের কারণে পৃথিবীর অনেক স্থানে তা'বিজের ব্যবহার প্রসার লাভ করেছে, সেহেতু তা'বিজের তত্ত্ব ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্র দৃষ্টিতে তার হুকুম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

সূচীপত্র

ভূমিকা	ঃ তাবিজের সংজ্ঞা	০৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ তা'বিজ হারাম হওয়ার দলীলসমূহের বর্ণনা	১২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ তা'বিজ ব্যবহার কি বড় শিরক, না ছোট শির্ক ?	২১
তৃতীয় পরিচচ্ছেদ	ঃ কুরআন - হাদীছে তা'বিজ ব্যবহার করার হুকুম	৪৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ তা'বিজ ব্যবহারের অতীত ও বর্তমান	৫০
পরিশিষ্ট	ঃ আলোচনার ফলাফল	৫৬
সহায়ক উৎসনির্দেশ	ঃ	৫৭
ছিয়াল আহ্দ	ঃ সালাত ত্যাগকারীর বিধান	৫৯

www.downloadbdbooks.blogspot.com

ভূমিকা

তা'বিজের সংজ্ঞা

লেসান নামক অভিধানে বলা হয়েছে - তামীম অর্থ হচ্ছে তা'বিজ (রক্ষাকবচ)। শব্দটির একবচন তামীমা। আবু মনসুর বলেছেন, তামীম দ্বারা তা'বিজ বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। এমনিভাবে বলা যায় যে, বিষধর সাপ ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য যে পুতি জাতীয় তা'বিজ সুতায় গেঁথে গলায় বেঁধে দেয়া হয়, তাকেই তামায়েম কিংবা তামীমা অর্থাৎ তা'বিজ বলা হয়।

ইবনে জোনাই (রঃ) থেকে বর্ণিত, অনেকের মতে তা'বিজ হচ্ছে ঐ জিনিস, যা তাগায় বেঁধে লটকানো হয়। সা'আলব (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে- আরবরা বলে تممت المولود এর অর্থ হল- আমি শিশুর গলায় তা'বিজ ঝুলিয়ে দিয়েছি। এক কথায় বলা যায় যে, মানুষের গলায় বা অন্যান্য অঙ্গে বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য যেসব তা'বিজ ধারণ করা হয়, সেগুলিকেই তামীমা বলা হয়।

ইবনে বরী বলেন - কবি সালমা বিন খরশবের নিম্ন বর্ণিত কবিতায় "তামীমা" - এর অর্থই গৃহিত হয়েছে। কবি বলেন ঃ

تَعُوْذُ بِالرُّقَى مِنْ غَيْرِ خَبَلٍ

وَتَعْقُدُ فِيْ قَلَائِدِهَا التَّمِيْمَ

অর্থাৎ ঝাড়- ফুঁক এবং তা'বিজ তুমারের মাধ্যমে নিশ্চিন্তে বিপদাপদ থেকে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর তার গলায় তা'বিজ বেঁধে দেবে। আবু মনসুর বলেছেন, التمائم এর একবচন হচ্ছে تميمة। আর তামীমা হল, দানা জাতীয় তা'বিজ। বেদুঈনরা বদ নজর থেকে হিফাযতে থাকার জন্য এ ধরণের তা'বিজ তাদের শিশুদের এবং তাদের সন্তানদের গলায় লটকিয়ে দিত। ইসলাম তাদের এরকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা বাতিল করে দেয়।

হাজলী তার নিম্ন বর্ণিত কবিতা থেকে এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

وَإِذَا الْمَنِيَّةُ اَنْشَبَتْ اَظْفَارَهَا + اَلْفِيتُ كُلَّ تَمِيمَةٍ لاَ تَنْفَعُ

অর্থাৎ মৃত্যু যখন কারো প্রতি থাবা হানে, তখন তা'বিজ-তুমার দ্বারা কোন কাজই হয় না।

অন্য এক জাহেলী কবি বলেছেন ঃ

إِذَا مَاتَ لَمْ تُفْلِحْ مُزَيَّنَةٌ بَعْدَهُ
فَنُوطِي عَلَيْهِ يَا مُزَيَّنُ التَّمَائِمَا

অর্থাৎ - সে মৃত্যুবরণ করলে, মৃত্যুর পর মুজায়েনা (একটি গোত্রের নাম) তাকে মৃত্যু থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে সফল হবে না। সুতরাং, হে মুজায়েন ! তার উপর তা'বিজ ঝুলিয়ে দাও। আল্লামা ইবনে হাজর বলেন, التمائم হল تميمة এর বহুবচন। আর তা হচ্ছে তা'বিজ বা হাড় যা মাথায় লটকানো হয়। জাহেলী যুগে মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, তা'বিজ দ্বারা বিপদাপদ দূর হয়ে যায়।

ইবনুল আছীর বলেছেন, التمائم শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হল تميمة অর্থ - তা'বিজ। আরবরা শিশুদের গলায় তা'বিজ লটকাতো, যাতে বদ নজর না লাগে। ওটাই তাদের 'আক্বীদাহ। অতঃপর ইসলাম তাদের এই 'আক্বীদাহ্কে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছে। ইবনে 'উমরের (রাঃ) হাদীছে এসেছে - তুমি যে 'আমল করেছ, আমি তার কোন পরোয়াই করি না (অর্থাৎ তার কোন মূল্যই নেই), যদি তুমি তা'বিজ লটকাও। অন্য এক হাদীছে এসেছে, যে তা'বিজ ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তার কোন কিছুই পূর্ণ করবেন না। (কারণ সে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তা'বিজের উপর ভরসা করেছে)। বস্তুতঃ আইয়ামে জাহেলিয়া তথা জাহেলী যুগে মানুষের ধারণা ছিল, তা'বিজ হচ্ছে রোগমুক্তি ও চিকিৎসার পরিপূর্ণতা। তা'বিজ ব্যবহার করা শির্কের অন্তর্ভূক্ত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, এতে লিখিত তাক্বদীরকে উপেক্ষা করার ইচ্ছা থাকে। এবং আল্লাহ্ একমাত্র তাক্বদীরের নিয়ন্ত্রণকারী, অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের মাধ্যমে ক্ষতি ও দুঃখ কষ্ট দূর করার চেষ্টা করা হয়। এর উপরোল্লিখিত আভিধানিক সংজ্ঞাসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তা'বিজ দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। প্রথমতঃ এ সমস্ত রোগ-ব্যাধি এবং বদ নজর থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে, যা এখনো সংঘটিত হয়নি। শিশুর গলায়, ঘোড়ার ঘাড়ে এবং ঘর-বাড়ীতে যে সকল তা'বিজ ঝুলানো হয়, সেগুলিতে উক্ত উদ্দেশ্য স্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ যে বিপদাপদ এসে গেছে, তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা যে তা'বিজ ব্যবহার করে, তার উদ্দেশ্যও স্পষ্ট। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

উল্লেখ্য যে, "বিষধর সাপ থেকে বাঁচার জন্য যে তা'বিজ নেয়া হয়, তাকে তামিমা বলে।" এ ধরণের সংজ্ঞা দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থ বুঝা গেলেও মূলতঃ তামিমা শুধু ওতেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, আরবরা خرز (দানা জাতীয় তা'বিজ) ব্যতীত অন্যান্য তা'বিজও ব্যবহার করত। যেমন, তারা খরগোশের হাড় তা'বিজ হিসেবে ব্যবহার করতো, আর এর দ্বারা তারা মনে করত, বদ নজর ও যাদু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এমনিভাবে ধনুকের ছিলাও তারা ধারণ করত। ইবনুল আছীর বলেন - তারা মনে করত যে, ধনুকের ছিলা সাথে রাখলে বদ নজর এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং তাদেরকে এটা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

যেমন হাদীছে এসেছে - ঘোড়ার ঘাড়ে লটকানো ধনুকের ছিলাসমূহ ছিড়ে ফেলার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন। মোদ্দা কথা, উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যদ্বয়ের জন্য যা কিছুই ব্যবহার হউক না কেন, সেটাই হচ্ছে তামিমা তথা তা'বিজ। সেটা خرز হোক বা কাঠ জাতীয় বস্তু হউক। সেটা ঘাস বা পাতা হউক অথবা খনিজ জাতীয় পদার্থ হউক, অর্থাৎ তা'বিজ বস্তুটি যাই হউক না কেন, তা মন্দ থেকে হিফাযতে থাকার জন্য অথবা মন্দকে দূর করার জন্য ব্যবহার করা হলে تميمة এর অন্তর্ভূক্ত হবে, অর্থাৎ সেটা শির্ক হবে। কারণ বস্তুর সত্তা এবং উদ্দেশ্যটাই বিবেচ্য হয়, তার নাম যা'ই দেয়া হোক না কেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মদের মূল কাজ হচ্ছে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি আচ্ছন্ন করা। অতএব, যে সকল বস্তু পান বা ভক্ষণ করলে বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, সেগুলিই মদ। মদ হবার জন্য আঙ্গুর থেকে তৈরী হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। আর তা'বিজের ব্যাপারটিও তাই। এখানে কোন নির্দিষ্টতা নেই।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

প্রথম পরিচ্ছেদ

তা'বিজ হারাম হওয়ার দলীল সমূহ

প্রথমতঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন :

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ * (الأنعام : ١٧)

অর্থাৎ *"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী আর কেউ নেই ; পক্ষান্তরে যদি তোমার কল্যাণ করেন, তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।"* (সূরা আন'আম ৬ : ১৭ আয়াত)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন :

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ * (يونس : ١٠٧)

অর্থাৎ *"এবং আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে, তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"* (সূরা য়ূনুস ১০ : ১০৭ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ বারী তা'আলা বলেন :

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُوْنَ * ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ * (النحل : ٥٣-٥٤)

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

অর্থাৎ *"তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর, তা তো আল্লাহরই নিকট হতে, আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। আর যখন আল্লাহ তোমাদের দুঃখ- দৈন্য দূরীভূত করেন, তখন তোমাদের এক দল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক করে।"* (সূরা নাহ্‌ল ১৬ ঃ ৫৩ ও ৫৪ আয়াত)

উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, দুঃখ-কষ্ট দূর করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর বান্দা একমাত্র তাঁর কাছেই ভাল-মন্দের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর তিনিই একমাত্র শক্তিধর, যিনি কোন মাধ্যমে বা বিনা মাধ্যমে মঙ্গল, অমঙ্গল সাধনে সক্ষম।

মাধ্যম আবার দুই প্রকার। শরীয়তী মাধ্যম ও প্রকৃতিগত মাধ্যম।

শরীয়তী মাধ্যম

শরীয়তী মাধ্যম হলো, যা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সরাসরি কুরআনের আয়াতে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীছ শরীফে তার বর্ণনা রয়েছে। যেমন ঃ দু'আ এবং শরীয়ত সম্মত ঝাড় ফুঁক। শরীয়তী মাধ্যম সমূহ আল্লাহর অনুগ্রহে এবং তাঁর ইচ্ছায় বান্দার মঙ্গল সাধন করে বা অমঙ্গল দূরীভূত করে।

সুতরাং এ সমস্ত মাধ্যম ব্যবহারকারী প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ, তিনিই এগুলি ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছেন এবং বান্দাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, এগুলিই হচ্ছে মাধ্যম। তাই ভরসা রাখতে হবে শুধু আল্লাহরই উপর, মাধ্যমের উপর নয়। কেননা, তিনিই এই সমস্ত মাধ্যম সমূহ তৈরী করেছেন। এগুলি দ্বারা মঙ্গল-অমঙ্গল দান করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। অতএব, শুরু, শেষ তথা সর্বাবস্থায় তাওয়াক্কুল থাকতে হবে তাঁরই উপর।

আর প্রাকৃতিক মাধ্যম হচ্ছে বস্তু এবং তার প্রভাবের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক, যা খুবই স্পষ্ট, এমনকি মানুষ সেটা বাস্তবে অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারে। যেমন ঃ পানি পিপাসা দূর করার মাধ্যম। শীতবস্ত্র শীত নিরারণের মাধ্যম। তদ্রুপ বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে তৈরী করা ঔষধ রোগ জীবানু ধ্বংস করে দেয়। এসবই হচ্ছে প্রাকৃতিক মাধ্যম। ইসলামী শরীয়ত এগুলি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। কারণ, এগুলি ব্যবহার করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, যিনি এ সমস্ত জিনিসে নির্দিষ্ট গুণাবলী দান করেছেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন সময় এসব গুণ বাতিল করে দিতে পারেন, যেমন বাতিল করেছিলেন ইবরাহীমের (আঃ) জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুনের দাহণ শক্তি। কিন্তু তা'বিজাবলীর মধ্যে আদৌ কোন ফলদায়ক প্রভাব নেই এবং তা কোন অমঙ্গল দূর করতে পারে না। এতে জড় বস্তুর

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

কোন প্রভাব নেই। তাছাড়া, মহান আল্লাহ্ এগুলিকে কোন শরয়ী মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করেন নি। এবং মানুষ স্বাভাবিকভাবে এগুলির কোন প্রভাব প্রতিক্রিয়াও অনুভব করে না, দেখতেও পায়না। এতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এগুলির উপর ভরসা করা, মুশরিকদের মৃত্ত ব্যক্তি এবং মুর্তির উপর ভরসা করার সমতুল্য, যারা না শুনে, না দেখে, না পারে কোন উপকার করতে, আর না পারে কোন ক্ষতি সাধন করতে। কিন্তু তারা মনে করে, এগুলি আল্লাহর কাছ থেকে তাদের জন্য উপকার বয়ে নিয়ে আসবে, অথবা অমঙ্গল প্রতিহত করবে। তারা আরো ধারণা পোষণ করে যে, এগুলির মধ্যে নির্ধারিত বরকত রয়েছে, পূজারীদের মধ্যে ঐ বরকত স্থানান্তরিত হয়ে তাদের ধন সম্পদ ও রিয্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেগুলিকে বরকতময় করে তোলে।

তা'বিজসমূহ হারাম হওয়ার দলীলের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত আয়াত সমূহ অন্যতম। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত বলেন ঃ

وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * (المائدة : ٢٢)

অর্থাৎ *"আর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর উপরই ভরসা কর।"* (সূরা মায়িদা ৫ ঃ ২৩ আয়াত)।

শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বলেন- ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেছেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করাকে ঈমানের শর্ত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল না থাকলে ঈমানই থাকবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসার (আঃ) জবানীতে বলেন ঃ

يَا قَوْمِ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُسْلِمِينَ *
(يونس : ٨٥)

অর্থাৎ ***"হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও, তাহলে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর।"*** **(সূরা য়ুনুস ১০ ঃ ৮৪ আয়াত)।**

এখানে বলা হয়েছে, তাওয়াক্কুল হলো ইসলামে শুদ্ধ হওয়ার দলীল কিংবা প্রমাণ।

অন্যত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন ঃ

www.downloadbdbooks.blogspot.com

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ * (ابراهيم : ١١)

অর্থাৎ *"আর মু'মিনদের উচিৎ আল্লাহরই উপর নির্ভর করা।"* (সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ১১ আয়াত)।

এখানে মু'মিনদের অন্যান্য গুণবাচক নাম উল্লেখ না করে এজন্যই মু'মিন উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানের দাবীদার হওয়ার জন্য তাওয়াক্কুল থাকা শর্ত এবং তাওয়াক্কুলের শক্তি ও দুর্বলতা, ঈমানের শক্তি ও দুর্বলতার উপর নির্ভর করে। বান্দার ঈমান যতই মজবুত হবে, তার তাওয়াক্কুলও ততই শক্তিশালী হবে। আর যখন ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে, তাওয়াক্কুলও তখন দুর্বল হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের কোন কোন স্থানে তাওয়াক্কুল ও ইবাদতকে একত্রে উল্লেখ করেছেন, আবার কোথাও তাওয়াক্কুল ও ঈমানকে একত্রে অথবা তাওয়াক্কুল ও তাকওয়াকে একত্রে উল্লেখ করেছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাওয়াক্কুল ও ইসলাম একই সাথে কিংবা তাওয়াক্কুল ও হিদায়াত একত্রে বর্ণনা করেছেন।

অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈমান ও ইহ্সানের সর্বস্তরে এবং ইসলামী সকল কার্যাবলীর মূল হচ্ছে তাওয়াক্কুল। শরীরের সাথে মাথার সম্পর্ক, সকল ইবাদাতের সাথেও তদ্রূপ তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক। শরীর যেমন মাথা ছাড়া দাঁড়াতে পারে না, তেমনি ঈমানী কার্যাবলীও তাওয়াক্কুল ছাড়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শায়খ **সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বলেন- উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা ইবাদত এবং ইহা ফরয। এজন্যই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল করা শিরক।**

আল্লাহ জাল্লা জালালুহু বলেন ঃ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ * (الحج : ٣١)

অর্থাৎ *"এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল"*। (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ৩১ আয়াত)।

শায়খ সুলায়মান আরো বলেছেন- গাইরুল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল দুই প্রকার।

এক. এমন সব বিষয়ে গাইরুল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা, যা বাস্তবায়ন করতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সক্ষম নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ঐ সমস্ত লোকদের কথা বলা যেতে পারে, যারা মৃত ব্যক্তি ও শয়তানের (মুর্তি) উপর তাওয়াক্কুল করে এবং তাদের

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

কাছে হিফাযত, রিয্ক ও শাফায়াতের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। এটা বড় শির্ক। কারণ, ঐ সমস্ত জিনিসের উপর আল্লাহ ছাড়া আর কারো ক্ষমতা নেই।

দুই. স্বভাবগত স্পষ্ট জিনিসের উপর তাওয়াক্কুল। যেমন কেউ রাজা-বাদশাহ বা আমীরের উপর এমন বিষয়ে তাওয়াক্কুল করল যা আল্লাহ পাক তাদের ক্ষমতার আওতাধীন করে রেখেছেন। যথা : খাদ্য প্রদান বা কারো ক্ষতি থেকে বাঁচানো ইত্যাদি। ইহা শির্কে খফী (অপ্রকাশ্য শির্ক) বা ছোট শির্ক। তবে অন্যের উপর কোন ব্যাপারে নির্ভর করা জায়েজ, যদি ঐ ব্যক্তি কাজ করার যোগ্যতা বা ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তার উপর তরয়াক্কুল করা জায়েজ হবে না, যদিও তাকে ঐ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বরং তাওয়াক্কুল করবে একমাত্র আল্লাহর উপর, যাতে তিনি কাজটি সহজ করে দেন। শাইখুল ইসলামও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণরূপে তা'বিজাবলীর উপর ভরসা করা নিঃসন্দেহে প্রথম প্রকারের শির্কের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি বা মূর্তি ইত্যাদির উপর ভরসা করার মতো, যেগুলির কোন ক্ষমতা নেই এবং প্রকাশ্য স্বভাবগত কোন মাধ্যমও তাতে নেই। এ বিষয়ে শেষের দিকে আরো স্পষ্ট আলোচনা করা হবে ইন্শাআল্লাহ।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছের আলোকে তা'বিজাবলী হারাম হওয়ার স্বপক্ষে বহু ছহীহ হাদীছ আছে, তন্মধ্যে :

১.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً فِيْ يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَا هٰذِهِ قَالَ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَزِيْدُ إِلاَّ وَهْنًا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا . (صحيح مسند أحمد، ابن ماجة وحاكم)

অর্থাৎ "ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, (একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে তামার চুড়ি দেখতে পেয়ে বললেন, এটা কি ? সে বলল : এটা ওয়াহেনার অংশ।[১] তিনি বললেন : এটা খুলে ফেল, কারণ এটা তোমার দুর্বলতা বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। যদি এ তা'বিজ বাঁধা অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে কখনো সফলকাম হতে পারবে না।" (ছহীহ মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, ইবনে মাজাহ)

২.

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ . (صحيح مسند أحمد وحاكم)

১. ওয়াহেনা অর্থ, এক প্রকার হাড়। যা থেকে কেটে ছোট ছোট তা'বিজ আকারে দেয়া হয়।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

অর্থাৎ "উক্‌বা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তা'বিজ ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দিবেন না, আর যে কড়ি ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না।" (ছহীহ মুসনাদে আহমাদ, হাকেম)

৩.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هٰذَا قَالَ : إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. (مسند أحمد وحاكم)

অর্থাৎ "উক্‌বা বিন আমের আল জোহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে একদল লোক উপস্থিত হল। অতঃপর দলটির নয় জনকে বাই'আত করলেন এবং একজনকে করলেন না। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! নয় জনকে বাই'আত করলেন আর একজনকে বাদ রাখলেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তার সাথে একটি তা'বিজ রয়েছে। তখন তার হাত ভিতরে ঢুকালেন এবং সেটা ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর তাকেও বাই'আত করালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তা'বিজ ব্যবহার করল সে শির্‌ক করল।" (ছহীহ মুসনাদে আহমাদ, হাকেম)।

৪. একদা হুজায়ফা (রাঃ) এক রোগীকে দেখতে এসে তার বাহুতে একটি তাগা দেখতে পেলেন, অতঃপর তিনি তা কেটে ফেললেন বা ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন - যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, তাদের অনেকেই শির্‌ক করছে। (তাফসীর ইবনে কাসীর)।

এ থেকে প্রমাণিত হয়, হুজায়ফার (রাঃ) মতে তা'বিজ ব্যবহার করা শির্‌ক এবং সর্বজন বিদিত এই যে, এটা তাঁর মনগড়া কথা নয়। (অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা পেয়েই তিনি একথা উল্লেখ করেছেন।)

৫. 'উব্বাদ বিন তামীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবু বশীর আনসারী (রাঃ) বলেন যে, তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন আবি বকর বলেন, আমার বিশ্বাস, তিনি (আবু বশীর) বলেছেন যে, মানুষ তাদের বাসস্থানে অবস্থান করছিল। এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.downloadbdbooks.blogspot.com

ওয়া সাল্লাম এক লোককে এই বলে পাঠালেন যে, একটি উটের গলায়ও ধনুকের ছিলা অথবা (তা'বিজ জাতীয়) বেল্ট রাখবে না, সব কেটে ফেলবে।

ইবনে হাজর (রঃ) ইবনে জাওযীর (রঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ ধনুকের ছিলা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে তিনিটি রায় রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল- তাদের ধারণা অনুযায়ী উটের গলায় ধনুকের ছিলা ঝুলিয়ে দিত, যাতে বদ নযর না লাগে। সুতরাং উহা কেটে ফেলার উদ্দেশ্যেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, ধনুকের ছিলা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে কিছুই করতে পারে না। আর এটা ইমাম মালেকের (রঃ) বর্ণনা। ইবনে হাজর (রঃ) বলেন, মোয়াত্তা মালেকের মধ্যে উক্ত হাদীছের বর্ণনার পরেই ইমাম মালেকের (রঃ) কথাটি এসেছে।

মুসলিম (রঃ) ও আবু দাউদ (রঃ) ইমামদ্বয়ের কিতাব সমূহে উক্ত হাদীছের পর উল্লেখ করা হয়েছে ঃ মালেক (রঃ) বলেছেন ঃ

أَرٰى أَنَّ ذٰلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ .

অর্থাৎ 'আমার মতে, বদ নযর বলতে কোন কিছুই নেই বলেই এ আদেশ দেয়া হয়েছে।'

৬. আবু ওয়াহাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيْهَا وَأَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوْهَا

وَلَا تُقَلِّدُوْهَا الْأَوْتَارَ . (سنن النسائى ، صحيح)

অর্থাৎ 'ঘোড়াকে বেঁধে রাখ, তার মাথায় ও ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দাও এবং লাগাম পরিয়ে দাও। তবে ধনুকের ছিলা ঝুলিয়ে দিও না।' (সুনানে নাসাঈ, ছহীহ)

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রাঃ) স্ত্রী জায়নব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আব্দুল্লাহ বাহির থেকে এসে দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কাশি দিতেন এবং থুথু ফেলতেন, যাতে তিনি এসে আমাদেরকে তার অপছন্দ অবস্থায় না দেখেন। তিনি বললেন, একদিন আব্দুল্লাহ আসলেন এবং কাশি দিলেন। তখন আমার কাছে এক বৃদ্ধা ছিল। সে আমাকে চর্ম রোগের জন্য ঝাড়-ফুঁক দিচ্ছিল। এ অবস্থায় তাকে আমি খাটের নীচে লুকিয়ে রাখলাম। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে আমার কাছে এসে বসলেন এবং আমার গলায় তাগা দেখে জিজ্ঞেস করলেন - এই তাগাটা কি ? আমি বললাম, এই সুতার মধ্যে আমার জন্য ঝাড়-ফুঁক দেয়া হয়েছে। আমি একথা বলার পর আব্দুল্লাহ তাগাটা কেটে ফেললেন এবং বললেন- আব্দুল্লাহর পরিবারবর্গ শিরক

www.downloadbdbooks.blogspot.com

থেকে মুক্ত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ . (مسند أحمد ، ابن ماجة وحاكم)

অর্থাৎ 'ঝাড়-ফুঁক, তা'বিজাবলী এবং ভালবাসা সৃষ্টির তা'বিজ ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শির্‌ক।' (ছহীহ, মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, ইবনে মাজাহ্)

৮. ঈসা বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আব্দুল্লাহ বিন 'ওকাইম (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন, আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তাঁকে বলা হল, আপনি কোনো তা'বিজ কবয নিলেই তো ভাল হতেন। তিনি বললেন ঃ আমি তা'বিজ ব্যবহার করব ? অথচ এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

أَتَعَلَّقُ شَيْئًا وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ . (مسند أحمد ، ابن ماجة وحاكم)

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কোন কিছু রক্ষাকবচ ধারণ করবে, তাকে ঐ জিনিসের কাছে সোপর্দ করা হবে।' (ছহীহ, মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, তিরমিযী)

৯. রোআইফা বিন ছাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِى فَأَخْبِرِ النَّاسَ
أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ
عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِئٌ مِنْهُ . (مسند أحمد ، سنن النسائى)

অর্থাৎ 'হে রোআইফা ! হয়ত তুমি আমার পরেও অনেক দিন বেঁচে থাকবে। অতএব, লোকদেরকে এ কথা বলে দিবে যে, যে ব্যক্তি দাড়িতে গিঁট দিল অথবা খেজুরের ডাল লটকাল কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর মল বা হাড় দিয়ে ইস্‌তিঞ্জা করল, তার সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সম্পর্ক নেই।' (ছহীহ, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে নাসাঈ)

এ সমস্ত হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তা'বিজ ব্যবহার করা হারাম এবং

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

শির্ক। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও ছাহাবায়ে কিরামদের আমল দ্বারা তাই সাব্যস্ত হয়। আর তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়েত, তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়সমূহ এবং যে সমস্ত কাজ তাওহীদকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়, সেগুলি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন, বালা-মুছিবত আসার পূর্বে যা লটকানো হয় তা-ই তা'বিজ। আর বালা-মুছিবতের পর যা লটকানো হয় তা তা'বিজের অন্তর্ভূক্ত নয়।

উল্লেখ্য, এখানে তা'বিজ ব্যবহার দ্বারা আয়িশা (রাঃ) কুরআনের আয়াত থেকে ব্যবহৃত তা'বিজ বুঝাতে চেয়েছেন (অর্থাৎ কুরআনের আয়াত দ্বারা তা'বিজ)। কতিপয় ইমাম আল্লাহর কালামের তা'বিজ ব্যবহার করা জায়েয বলেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। আয়িশা (রাঃ) মুছিবত আসার পর কুরআনের আয়াতের তা'বিজ ব্যবহার করা জায়েজ বলেছেন, কিন্তু মুছিবত আসার পূর্বে ইহাও নাজায়েয। কোন কোন আলেমের মতে, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে ঝাড়-ফুঁক এবং লোহার ছেক দেয়ার মত চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে তাওয়াক্কুল পরিপন্থী। এ অর্থে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, তারা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা কোন কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না, লোহা পুড়ে ছেক দেয় না, ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করে না বরং তাদের রবের উপরই তাওয়াক্কুল করে। ইবনে হাজর (রঃ) দাউদী এবং অন্য একটি সম্প্রদায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ হাদীছের অর্থ এই যে, যারা সুস্থ অবস্থায় রোগ হওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও এসব জিনিস পরিহার করে, আর রোগ হওয়ার পর যারা এসব চিকিৎসা গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে এ হাদীছ প্রযোজ্য নয়। আর একথা উপস্থাপন করলাম ইবনে কুতায়বার প্রদত্ত বর্ণনা থেকে। ইবনে আব্দুল বারও এ মত পোষণ করেন।

আয়িশা (রাঃ) التمائم দ্বারা ব্যাপকভাবে সকল তা'বিজ বুঝান নি (বরং শুধু কুরআনের আয়াতের তা'বিজ বুঝানোই তাঁর উদ্দেশ্য)। কারণ অন্যান্য তা'বিজাবলী যে রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ও পরে সর্বাবস্থায় শির্কের অন্তর্ভূক্ত, তা আয়িশার (রাঃ) কাছে অজানা ছিল না। (ফাতহুল বারী)।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তা'বিজ ব্যবহার করা কি বড় শির্ক, না ছোট শির্ক ?

তা'বিজ ব্যবহার করা কোন্ ধরণের শির্ক, এ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে তা'বিজের হাক্বীকত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করাকে বেশী সংগত মনে করছি। অতএব, আল্লাহর নিকট তাওফীক চেয়ে বলছি ঃ

আল্লাহর সাথে শির্ক করার অর্থ হল ঃ বান্দা কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করে তার নিকট প্রার্থনা করা, কোন কিছু আশা করা, তাকে ভয় করা, তার উপর ভরসা করা, তার নিকট সুপারিশ চাওয়া, তার নিকট বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ফরিয়াদ করা কিংবা তার নিকট এমন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা যার সমাধান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না অথবা তার নিকট মীমাংসা চাওয়া, অথবা আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে তার আনুগত্য করা, অথবা তার কাছ থেকে শরীয়তের বিধান গ্রহণ করা কিংবা তার জন্য (বা তার নামে) যবাই করা, অথবা তার নামে মানত করা, অথবা তাকে এতটুকু ভালবাসা যতটুকু আল্লাহ্কে ভালবাসা উচিত। সুতরাং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যে সকল কথা, কাজ ও বিশ্বাসকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব রূপে নির্ধারণ করেছেন সেগুলির সব কিংবা কোন একটি গায়রুল্লাহ্ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করাই হল শির্ক। এ সম্পর্কে শায়খ ইবনে কাইয়্যুম (রঃ) যা বলেছেন, তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহ্ পাক তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যাতে মানব জাতি তাঁর পরিচয় লাভ করতে পারে, তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি দিতে থাকে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর বিধানই যেন বাস্তবায়িত হয়ে যায়। সকল আনুগত্য তাঁর জন্যই নির্ধারিত হয়ে যায় এবং সমস্ত প্রার্থনা যেন তাঁর উদ্দেশ্যেই হয়।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, শির্ক দুই প্রকার।

প্রথমত ঃ যা আল্লাহর জাত (সত্ত্বা), নাম ও গুণাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয়ত ঃ যা তাঁর ইবাদত মুয়ামালাতের সাথে সম্পৃক্ত, যদিও শির্কে লিপ্ত

www.downloadbdbooks.blogspot.com

বান্দা মনে মনে এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ্‌র জাত, গুণাবলী ও কাজে কোন শরীক বা অংশীদার নেই।

প্রথমোক্ত শির্‌ক আবার দুই প্রকার যেমন ঃ

১. শির্‌কুত্ তা'তীল

এটাই হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য শির্‌ক। ফেরআউনের শির্‌ক এই প্রকারের একটি দৃষ্টান্ত। ইহা আবার তিন প্রকার। প্রথমতঃ সৃষ্টিকে তার স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন করা। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও কার্যাবলীকে অস্বীকার করে মহান স্রষ্টাকে তাঁর পরিপূর্ণতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা। তৃতীয়তঃ আল্লাহ্‌র সাথে মুয়ামালাত বা কার্যাবলীর মাধ্যমে অস্বীকার করা, যেগুলি আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বান্দার উপর স্বীকৃতি দেয়া ওয়াজিব।

২. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ বা মা'বুদ সাব্যস্ত করা

মূলতঃ শির্‌ক হচ্ছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া বা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করা। অর্থাৎ স্রষ্টা হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলী দরকার, সেগুলির ক্ষেত্রে কোন লোক সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা বা সাদৃশ্যপূর্ণ করলে সে মুশরিক হয়ে যাবে। ক্ষতি করা, উপকার করা, দান করা ও দান না করার একক অধীকারী হওয়া ইলাহীর বৈশিষ্ট তথা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত। আর এসব গুণাবলীল একক অধিকারী হওয়ার কারণে প্রার্থনা করা, ভয় করা, কোন কিছুর আশা করা এবং ভরসা করা কেবলমাত্র তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত হতে পারে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এসব গুণকে কোন মাখলুক বা সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করে, তাহলে সে যেন সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে শরীক করল। আর দুর্বল, নিঃস্ব কোন কিছুকে ক্ষমতাবান, স্বাবলম্বী, স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্বার সাথে তুলনা করা খুবই নিকৃষ্ট মানের তুলনা। যে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব জাহির করে এবং তার প্রশংসা করার জন্য, তাকে সম্মান করার জন্য, তার কাছে অবনত হওয়া ও আশা করার জন্য মানুষকে আহবান করে, তাহলে ঐ ভয় করা, আশা করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরকে তার সাথে সম্পৃক্ত করার কারণে নিশ্চয়ই সে আল্লাহর একত্ববাদ ও প্রভুত্বের ক্ষেত্রে সংঘর্ষে লিপ্ত হল।

শির্‌ক হল আল্লাহর প্রতি অতি নিকৃষ্ট একটি ধারণা। সুতরাং, আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রকার মাধ্যম দাঁড় করানো, তাঁর প্রভূত্ব, রবুবিয়ত ও একত্ববাদের প্রতি চরম আঘাত এবং তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করার শামিল। আল্লাহ

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

তাঁর বান্দাদের জন্য এরূপ ধারণা করাকে কিছুতেই অনুমোদন করেন না। আর স্বাভাবিক জ্ঞান ও নিষ্কলুষ প্রকৃতিও উহাকে পরিত্যাগ করে এবং সুস্থ প্রকৃতি ও উন্নত স্বভাবের নিকট এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় বলে বিবেচিত।

শায়খ মোবারক ইবনে মুহাম্মদ মাইলী বলেছেন - আল্লাহ জাল্লা জালালুহু সর্ব প্রকার শির্‌ক এক সাথে উল্লেখ করে বলেনঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ * (سورة السبأ : ٢٢-٢٣)

অর্থাৎ *"বল ঃ তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য মনে করতে। তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অনু পরিমাণও মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না।"*(সূরা সাবা ৩৪ ঃ ২২ ও ২৩ আয়াত)।

এ থেকে বুঝা গেল যে, উপরোক্ত আয়াতে শির্‌ককে চার ভাগে শ্রেনী বিভাগ করতঃ প্রত্যেক শির্‌ককে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখন আমরা প্রত্যেক **প্রকারের জন্য এমন নাম** নির্ধারণ করব, যাতে একটি অপরটি হতে আলাদা ভাবে **চিহ্নিত হয়ে যায়**।

প্রথমতঃ شِرْكُ الإِحْتِيَازِ (শির্‌কুল ইহ্‌তিয়াজ) অর্থাৎ মালিকানার শির্‌ক। আসমান ও যমিনের মধ্যে অনু পরিমাণ বস্তুর উপরও অন্য কারো মালিকানাকে আল্লাহ্ বারী তা'আলা অস্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ شِرْكُ الشِّيَاعِ (শির্‌কুশ শি'য়া) অর্থাৎ অংশীদারিত্বের শির্‌ক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাজত্ব ও মর্যাদার ক্ষেত্রে অপরের সব ধরণের অংশীদারিত্বকে অস্বীকার করেছেন।

তৃতীয়তঃ شِرْكُ الإِعَانَةِ (শির্‌কুল ইয়ানা) অর্থাৎ সাহায্য সহযোগীতার শির্‌ক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজে অন্য কারো সাহায্যকারী হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। যেমন, কোন ব্যক্তি বোঝা উঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অন্য সাহায্য করে।

চতুর্থতঃ شِرْكُ الشَّفَاعَةِ (শির্‌কুশ শাফা'আত) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন কারো অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেছেন, যে তার মর্যাদার বলে আল্লাহ্‌র সম্মুখে

www.downloadbdbooks.blogspot.com

উপস্থিত হয়ে সুপারিশ করে কাউকে মুক্ত করতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ কোন প্রকার শির্‌কই পছন্দ করেন না, তা যত দুর্বল ও সূক্ষ্মই হউক না কেন। তবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে বিনম্র ভাবে অনুমতি লাভ করে সুপারিশ করলে তা শির্‌ক হবে না। উল্লেখিত আয়াতে সব ধরণের শির্‌কের কথাই বলা হয়েছে। কেননা, শির্‌ক হবে হয় প্রভুত্বের ক্ষেত্রে, নতুবা কার্য্যকলাপের মাধ্যমে। আবার প্রথম প্রকারের শির্‌ক হয় আল্লাহ্‌র অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে নিজ অধিকারভুক্ত করে নিবে, অথবা তার অংশ যৌথভাবে বহাল থাকবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় প্রকারের শির্‌ক প্রভুর জন্য সাহায্যকারী হবে, অথবা প্রভুর নিকট অন্য কারো জন্য সাহায্যকারী হবে। এই চার প্রকার শির্‌কের কথাই উক্ত আয়াতে ধারবাহিক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত আয়াতের অনুসরণে শির্‌কের প্রকার সমূহের এরূপ আলোচনা আল্লামা ইবনুল কাইউম (রহঃ) ব্যতীত, আমার জানা মতে অন্য কেউ করেন নি। ইবনুল কাইউম (রহঃ) এই চারটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল মাধ্যমকে, মুশরিকরা যেগুলি অবলম্বন করেছিল সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকে অভিভাবক অথবা সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে, তার দৃষ্টান্ত হল মাকড়সার ঘর বানানোর ন্যায়। আর মাকড়সার ঘর হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঘর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوَاتِ وَلاَ فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ * (سورة السبا : ٢٢-٢٣)

অর্থাৎ *"বল ঃ তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য মনে করতে। তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অনু পরিমাণও মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয়, সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না।"* (সূরা সাবা ৩৪ ঃ ২২ ও ২৩ আয়াত)।

মুশরিকরা যখন কারো নিকট থেকে কোন প্রকার উপকার পাওয়ার আশা করে, কেবল তখনই সে তাকে মা'বুদ বা উপাস্য রূপে গ্রহণ করে নেয়। আর বলা বাহুল্য যে, উপকার একমাত্র তার কাছ থেকেই পাওয়া যায়, যার মধ্যে এই চারটি গুণের একটি হলেও বিদ্যমান আছে। গুণগুলি হল ঃ (১) উপাসনাকারী যে জিনিসের আশা

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

করে তার মালিক হওয়া। (২) মালিক না হলে, সে জিনিসে মালিকের অংশীদার হওয়া। (৩) অংশীদারও না হলে, সে জিনিসের ব্যাপারে মালিকের সাহায্যকারী হওয়া এবং (৪) সাহায্যকারী না হলে, অন্ততঃ পক্ষে মালিকের কাছে কারো সম্পর্কে সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখা।

সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন উক্ত আয়াতে শির্কের এই চারটি স্তরকে ধারাবাহিক ভাবে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও রাজত্বে অন্য কারো মালিকানা, অংশীদারিত্ব, সাহায্য সহায়তা এবং তাঁর কাছে সুপারিশের ক্ষমতা বিন্দুমাত্রও নেই। তবে, আল্লাহ যে সুপারিশ সাব্যস্ত করেছেন, সেটা তাঁর অনুমতিক্রমে হয় বলে তাতে মুশরিকদের জন্য কোন অংশ বা সুবিধা নেই।

শায়খ মাইলী (রঃ) সম্ভবতঃ আল্লামা ইবনুল কাউয়্যুমের (রঃ) এই উক্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তদুপরি তার উক্তি ইবনুল কাউয়ুমের উক্তির প্রায় কাছাকাছি। এতে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে ফিক্বাহ শাস্ত্রবিদদের অভিন্ন মতের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার আবুল বাকা যুফী (রঃ) তার কুল্লিয়াত নাম কিতাবে শির্ককে ছয় ভাবে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ

১. شِرْكُ الْإِسْتِقْلَال (শির্কুল ইস্তিকলাল) ঃ দু'জন ভিন্ন ভিন্ন শরীক সাব্যস্ত করাকে শির্কুল ইস্তিকলাল বলা হয়। যেমন, মুর্তি পূজকরা করে থাকে।

২. شِرْكُ التَّبْعِيض (শির্কুত তাব্ঈদ) ঃ একাধিক মা'বুদের সমন্বয়ে এক মা'বুদ হওয়ার বিশ্বাসকে শির্কুত তাব্ঈদ বলা হয়। যেমন, নাছারাদের শির্ক।

৩. شِرْكُ التَّقْرِيب (শির্কুত তাক্রীব) ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদের ইবাদত করা, যাতে তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে তাকে সহায়তা করে। যেমন, প্রাচীনকালের লোকদের শির্ক অর্থাৎ জাহেলী যুগের শির্ক।

৪. شِرْكُ التَّقْلِيد (শির্কুত তাক্লীদ) অন্যদের অনুসরণ করে গাইরুল্লাহর ইবাদত করাকে শির্কুত তাকলীদ বলা হয়। যেমন, জাহেলী মধ্য যুগের শির্ক।

৫. شِرْكُ الْأَسْبَاب (শির্কুল আসবাব) ঃ ক্রিয়ার প্রভাবকে সাধারণ মাধ্যম সমূহের সাথে সার্বিক ভাবে সম্পৃক্ত করাকে শির্কুল আসবাব বলা হয়। যেমন, দার্শনিক, জড়বাদী এবং তাদের অনুসারীদের শির্ক।

৬. شِرْكُ الْأَغْرَاض (শির্কুল আগরাদ) ঃ গাইরুল্লাহর জন্য কোন কাজ করাকেই শির্কুল আগরাদ বলা হয়। লেখক বলেন, আমার মতে এখানে অনেক ধরণের শির্ক আছে যেগুলি আল্লামা কাফাবী (রঃ) স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেননি। তবে, সেগুলি তাঁর নির্দেশিত মৌলনীতির আওতায় এসে যায়। যথা ঃ শির্কুত তা'আত অর্থাৎ ইবাদতের শির্ক। এটা শির্কের ক্ষেত্রে মৌলনীতি। এই মৌলনীতির আওতায় অনেক প্রকার শির্ক এসে যায়। যেমন, ইয়াহুদী এবং নাছারাদের শির্ক।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

তারা আল্লাহর তোয়াক্কা না করে হালাম-হারামের উৎস মনে করে তাদের ধর্ম যাজকদেরকে। এরূপ হারামকে হালাল মনে করার শির্‌ক, আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শির্‌ক, অহংকারের শির্‌ক, বিদ্রুপ করার শির্‌ক, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে হেয় প্রতিপন্ন করার শির্‌ক, আল্লাহ্‌র বিধান অস্বীকার করার শির্‌ক, মুনাফিক্বীর শির্‌ক এবং গাইরুল্লাহকে ভালবাসার শির্‌ক। এ সকল শির্‌ক, মনোবৃত্তি, মনোবাসনা, কু-প্রবৃত্তি এবং শয়তানের ইবাদত করায় যে শির্‌ক হয়, তার আওতায় এসে যায়।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلٰى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ * (الجاثية : ٢٣)

অর্থাৎ *"তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে তার খেয়াল-খুশীতে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে ? আল্লাহ্ জেনে -শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করো না।"* (সূরা জাসিয়া ৪৫ ঃ ২৩ আয়াত)।

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِيْ آدَمَ أَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ * (يس : ٦٠)

অর্থাৎ *"হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না ? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"* (সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৬০ আয়াত)।

শির্‌ক দুই প্রকার। যথা ঃ **আকবার** অর্থাৎ বড় শির্‌ক এবং **আছগার** অর্থাৎ ছোট শির্‌ক। দুনিয়া এবং আখিরাতের দিক দিয়ে এই দুই প্রকার শির্‌কের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন - বড় শির্‌কে যে ব্যক্তি লিপ্ত হবে তাকে দুনিয়াতে ধর্ম বিচ্যুতির দন্ডে দন্ডিত করা হবে এবং তার যাবতীয় আদান প্রদান ও লেন-দেনের ব্যাপারে মুরতাদের (ধর্ম বিচ্যুত লোক) বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে। ফিক্বাহ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। অনুরূপভাবে, তার সকল ভাল কাজও বাতিল হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা বলেন ঃ

www.downloadbdbooks.blogspot.com

وَقَدِمْنَـــا إِلَىٰ مَا عَمِلُــوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـــاهُ هَبَـــاءً مَّنْثُــورًا *

(سورة الفرقان : ٢٣)

অর্থাৎ *"আর আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা রূপ করে দিব।"* (সূরা ফুরকান ২৫ ঃ ২৩ আয়াত)

আর আখিরাতে তার শাস্তি হচ্ছে, সে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। কারণ, শির্কের অপরাধ আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুরআনে এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْــفِرُ أَنْ يُّشْــرَكَ بِــهِ وَيَغْــفِــرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِـــمَنْ يَّشَـــاءُ * (سورة النساء : ٤٨)

অর্থাৎ *"আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন।"* সূরা নিসা ৪ ঃ ৪৮ আয়াত)।

তবে 'শির্কে আছগার' তথা ছোট শির্ক জঘন্য হলেও, তার হুকুম বড় শির্ক থেকে ভিন্নতর। ছাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, ছোট শির্ক হচ্ছে কবিরা গুনাহ সমূহের মধ্যে সর্বাধিক জঘন্য। তবে হ্যাঁ, এটা জঘন্য হলেও বড় শির্কের সমকক্ষ নয়। তার চেয়ে অনেক নিম্নে। এখন কথা হচ্ছে, আমরা কিভাবে উভয় শির্কের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবো এবং সহজেই এই ফায়সালা করতে পারব যে, তা'বিজ ব্যবহার কোন প্রকারের শির্ক?

উল্লেখ যে, ছোট শির্ক ও বড় শির্কের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য অনেক নীতিমালা রয়েছে। যেমন ঃ

১. <u>বাক্যের শব্দাবলীতে শির্কী অর্থ বিদ্যমান ঃ</u> কিন্তু উক্তিকারী সে বাক্য দ্বারা গাইরুল্লাহ্র জন্য কোন প্রকার ইবাদত সম্পাদনের উদ্দেশ্য করেনি। এমতাবস্থায়, এ ধরণের বাক্য উচ্চারণ তথা ব্যবহার করা হবে ছোট শির্ক। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন ঃ

لِمَنْ قَـــالَ مَـــا شَـــاءَ اللهُ وَشِـــئْتَ قَـــالَ أَجَعَــلْتَـــنِيْ لِلّٰهِ نِـــدًّا بَلْ مَا شَـــاءَ اللهُ وَحْـــدَهُ . (مسند أحمد ، صحيح)

www.downloadbdbooks.blogspot.com

অর্থাৎ (আল্লাহ এবং আপনি যা ইচ্ছা করেছেন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ করে ফেললে ?" এভাবে না বলে তোমার উচিৎ শুধু "আল্লাহ যা চেয়েছেন" বলা। (মুসনাদে আহমাদ, ছহীহ)

অন্য একটি হাদীছে এসেছে -

لاَ تَقُـوْلُوْا مَا شَــاءَ اللهُ وَشَــاءَ فُلاَنٌ وَلكِنْ قُــوْلُوْا مَا شَــاءَ اللهُ ثُمَّ شَــاءَ فُلاَنٌ . (مسند أحمد)

অর্থাৎ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা এ রকম কথা বলো না, 'আল্লাহ এবং অমুক লোক যা ইচ্ছা করেছেন', বরং বলবে, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন' অতঃপর অমুক যা ইচ্ছা করেছেন')। (মুসনাদে আহমাদ)

ছাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) বলেছেন ঃ শব্দ বা বাক্যের শির্‌ক হচ্ছে অপ্রকাশ্য শির্‌ক এবং ওটা ছোট শির্‌ক।

فَلاَ تَجْعَلُــوْا لِلهِ أَنْــدَادًا وَّ أَنْتُمْ تَعْــلَمُوْنَ * (سورة البقرة : ٢٢)

অর্থাৎ *"জেনে শুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করো না।"* (সূরা বাক্বারাহ ২ঃ২২ আয়াত)।

এই আয়অতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আন্দাদ অর্থ হচ্ছে এমন শির্‌ক, যা রাতের অন্ধকারে মসৃন কালো পাথরের উপর পিপড়ার চলাচলের চেয়েও অধিক গোপন। এই শির্‌কের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন তুমি কাউকে বলে বসলে যে, হে অমুক! আল্লাহ এবং তোমার জীবনের শপথ, অথবা বললে ঃ এই কুকুর না হলে আমাদের ঘরে চোর প্রবেশ করত, এই হাঁস বাড়ীতে না থাকলে ঘরে চোর আসত কিংবা একজন আর একজনকে বলল, "আল্লাহ এবং আপনার ইচ্ছায়"। এভাবে কেউ বলল, "আল্লাহ এবং অমুক না হলে সে কিছুই করতে পারত না।" এ ধরণের সব কথাই হচ্ছে শির্‌ক। অনুরূপভাবে উক্ত আয়াতের তাফসীরে আকরামা (রাঃ) বলেছেন, তার উদাহরণ হল, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম নিয়ে শপথ করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ حَلَفَ بِغَــيْرِ اللهِ فَــقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْــرَكَ . (مسند أحمد ، صحيح)

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

অর্থাৎ 'যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর শপথ করল, সে কাফির হয়ে গেল অথবা মুশরিক হয়ে গেল।' (মুসনাদে আহমাদ, ছহীহ)

এই হাদীছে শির্ক বা কুফর দ্বারা ছোট শির্ক বুঝানোই উদ্দেশ্য। যেমন ইবনে আব্বাসের (রাঃ) হাদীছ দ্বারা তাই বুঝা যায়, যা আগে উল্লেখিত হয়েছে। এভাবে কাউকে গাইরুল্লাহ্ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাস বানানো, যথা ঃ আব্দুল হাসান (হাসানের গোলাম), আব্দুল হোসাইন (হোসাইনের গোলাম), গোলাম রাসূল (রাসূলের গোলাম) ইত্যাদি। এ ধরণের নাম রেখে গাইরুল্লাহ্র সাথে দাসত্বের সম্পর্ক করাও শির্ক।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে শির্ক বিদ্যমান থাকা ঃ (অর্থাৎ ব্যক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে শির্কী ভাবধারায় প্রভাবিত হওয়া।) যেমন, এমন কোন লোক ভাল ও পূণ্য কাজ করল, যার অন্তরে ঈমান নেই অথবা শুধু পার্থিব স্বার্থ ও ইহকালীন জীবনের লক্ষ্যেই কেউ তার কর্ম তৎপরতা পরিচালিত করে। এরূপ অবস্থায় এটা হবে বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত।

আল্লাহপাক পবিত্র কালামে এরশাদ করেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ * أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ *

(سورة هود : ١٥-١٦)

অর্থাৎ ***"যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, তাহলে দুনিয়ায় আমি তাদের কর্মের ফল দান করি এবং সেথায় তাদের কম দেয়া হবে না, তাদের জন্য পরকালে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে, আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক।"*** (সূরা হুদ ১১ ঃ ১৫ ও ১৬ আয়াত)।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ছোট শির্কও বিদ্যমান থাকতে পারে। যথা ঃ কোন মুসুল্লী তার ছালাতকে এ জন্যই ঠিকমত এবং সুন্দর ভাবে আদায় করছে যে, তাকে কোন লোক লক্ষ্য করে দেখছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এরূপ করা ছোট শির্কের অন্তর্ভূক্ত। হাদীছ শরীফে এসেছে ঃ জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন, অতঃপর বললেন ঃ

www.downloadbdbooks.blogspot.com

أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا شِرْكُ السَّرَائِرِ قَالَ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَذَاكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ . (سنن البيهقى ، ابن خزيمة ، صحيح)

অর্থাৎ 'হে লোক সকল ! তোমরা গোপন শির্‌ক থেকে দূরে থেকো। ছাহাবগণ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! গোপন শির্‌ক কি? তিনি বললেন, কোন লোক ছালাত আদায় করার জন্য দাঁড়ায়, আর অত্যন্ত সুন্দরভাবে ছালাত আদায় করে। কারণ, তার প্রতি মানুষ লক্ষ্য করছে। এটাই হল গোপন শির্‌ক।' (সুনানে বায়হাকী ও ইবনে খুযায়মা)।

সাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় (ইবাদতের মধ্যে) রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোকে গোপন শির্‌ক বলে গন্য করতাম। (হাকেম)।

যায়েদ বিন আসলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, 'উমর (রাঃ) একদিন মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলেন, আর মা'আজ বিন জাবালকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ববরের কাছে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ হে মা'আজ ! তোমাকে কোন জিনিস কাঁদাচ্ছে ? মা'আজ (রাঃ) বললেন- সে হাদীছটি আমাকে কাঁদাচ্ছে, যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ সামান্যতম রিয়াও (অর্থাৎ লোক দেখানো) শির্‌ক, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অলীদের সাথে শত্রুতা করে, সে যেন আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদের ভালবাসেন যারা পূন্যবান, পরহেজগার এবং অপরিচিত, যারা অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদের তালাশ করে না এবং উপস্থিত হলে কেউ তাদের চিনে না। তাদের অন্তর হিদায়াতের প্রদীপ। তারা বের হয় অন্ধকার ধূলাময় স্থান থেকে। (হাকেম ও ইবনে মাজাহ)।

ইমাম আবুল বাকা কাফাবী বর্ণনা করেছেন যে, এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করা হয়েছে যে, এ ধরণের ছোট শির্‌কে লিপ্ত লোককে এমন কাফের বলা যাবে না, যে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়। শির্‌কের আর একটি ধরণ হল, দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কোন কাজ কিংবা 'আমল করা, তাহলো দুনিয়া তার একক অথবা একমাত্র উদ্দেশ্য নয় বরং দুনিয়ার সাথে সাথে সে আখিরাতের প্রতিদানও চায়। যেমন, কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় সুনাম এবং আখিরাতে প্রতিদান পাওয়ার আশায় জিহাদ করেছে অথবা

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

জিহাদে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুনিয়ার সম্পদ ও আখিরাতে প্রতিদান পাওয়া।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وتَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ وتَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ وتَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْلَةِ إِنْ أُعْطِى رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ الْحَدِيْثَ. (البخارى)

অর্থাৎ 'ধ্বংস হউক দিনারের গোলাম, ধ্বংস হউক দিরহামের গোলাম, ধ্বংস হউক ক্ষুধার গোলাম, ধ্বংস হউক পোষাকের গোলাম। যদি দেয়া হয় তো সন্তুষ্ট হয়, আর যদি না দেয়া হয় তাহলে অসন্তুষ্ট হয়।' (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ অধ্যায় ৭০)।

আর যদি কোন লোক একেবারেই ছওয়াবের নিয়ত না করে শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জন করার উদ্দেশ্যেই কোন 'আমল করে, তাহলে তা হবে বড় শির্‌ক, যার দৃষ্টান্ত পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। যেমন, কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র সম্পদ লাভের আশায় ছালাত আদায় করে কিংবা কালেমা শাহাদাত মুখে উচ্চারণ করে।

৩. <u>আসবাব বা মাধ্যম সম্পর্কিত শির্‌ক ঃ</u> যেমন, কোন ব্যক্তি মাধ্যমের উপর ভরসা করে, অথচ উহা প্রকৃতপক্ষে মাধ্যম নয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতেও মাধ্যম নয়। এমনি ভাবে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনাও মাধ্যম নয়। এ ধরণের শির্‌ক একটি শর্ত সাপেক্ষে ছোট শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত। শর্ত হল, মাধ্যমের উপর পরিপূর্ণ ভাবে ভরসা না করা। অর্থাৎ, সে যেন এই ধারণা পোষণ না করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকেই এই মাধ্যম একক ভাবে প্রভাব সৃষ্টিকারী, অথবা যাকে সে মাধ্যম মনে করে, তার উদ্দেশ্যে কিছু ইবাদতও করে। (শর্তে বর্ণিত দু'টি অবস্থায় বড় শির্‌ক হবে)। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের (রাঃ) নিম্ন বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ . (صحيح ، أحمد ، أبو داؤد و حاكم)

অর্থাৎ 'পাখী উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা শির্‌ক, পাখী উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা শির্‌ক। আমরা প্রত্যেকেই বিপদগ্রস্থ হতে পারি, কিন্তু আল্লাহ তাওয়াক্কুলের কারণে আমাদেরকে বিপদমুক্ত করেন।' (আহমদ, হাকেম ও আবু দাউদ)।

এমনি ভাবে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছ থেকেও তা বুঝা যায়। উক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ঃ

www.downloadbdbooks.blogspot.com

مَنْ رَدَّتْـهُ الطِّيَـرَةُ عَنْ حَاجَـتِهِ فَـقَدْ أَشْـرَكَ قَـالُوا فَمَا كَفَّـارَةُ ذٰلِكَ يَا رَسُـوْلَ اللهِ قَالَ : إِنْ تَقُـوْلَ اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْـرَ إِلاَّ خَيْـرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْـرُكَ وَلاَ إِلٰـهَ غَيْـرُكَ . (صحيح ، أحمد)

অর্থাৎ 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তিয়ারা (পাখী উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করণ) যে ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখল সে বস্তুতঃ শির্‌ক করল। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওর কাফ্‌ফারা কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ একথা বলা যে, হে আল্লাহ ! তোমার কল্যাণ ব্যতীত আর কারো কল্যাণ নেই, তোমার তিয়ারা ব্যতীত আর কারো তিয়ারা নেই, এবং তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।' (আহমদ)

শায়খ আব্দুল রহমান বিন সাদী বলেন - যে সকল কথা ও কাজ মানুষকে শির্‌ক পর্যন্ত পৌঁছায়, তাকে ছোট শির্‌ক বলে। যেমন ঃ কোন মাখলুক বা সৃষ্টির ব্যাপারে এতখানি বাড়াবাড়ি করা যে, তার ইবাদত করা শুরু হয়ে যায়, অথচ সৃষ্টি কখনো ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারে না। যথা ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা এবং সামান্য রিয়া প্রকাশ করা ইত্যাদি। উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ছোট শির্‌ক মূল ঈমানের ক্ষতি সাধন করে না এবং সম্পূর্ণরূপে গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় না। একাধিক দলীল দ্বারা ছোট শির্‌কের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট কাজকে ছোট শির্‌ক বলে আখ্যায়িত করা। যেমন ঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّ أَخْـوَفَ مَا أَخَـافُ عَلَيْكُم الشِّـرْكُ الْأَصْغَـرُ قَـالُوا يَـا رَسُـوْلَ اللهِ وَمَا الشِّـرْكُ الْأَصْغَـرُ ؟ قَالَ الرِّيَاءُ . (مسند احمد)

অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য যে বিষয়টিকে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় করি, তা হল ছোট শির্‌ক। ছাহাবাগণ (রাঃ) বললেন - হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ছোট শির্‌ক কি ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো 'আমল।' (মুসনাদে আহমাদ)।

দ্বিতীয়ত ঃ কোন কাজকে শির্‌ক বা কুফর আখ্যায়িত করে শরীয়তে তার জন্য মুরতাদের শাস্তি অপেক্ষা নিম্নতর বিধান করা, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ-কাজটি ধর্ম বিচ্যুতির ন্যায় কুফর। বরং উহা ছোট শির্‌ক এবং কুফরের মিলিত অপরাধ। যেমন, কোন মুসলিমকে হত্যা করা।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

মুসলিম হত্যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর শরীয়তে মুসলিম হত্যাকারীর শাস্তি হল কিছাছ। কিন্তু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমাও করে দিতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে দিয়ত বা রক্তপণও নিতে পারে। পক্ষান্তরে, যে মুরতাদ পুনরায় ইসলামে ফিরে না আসে, তার শাস্তি (মৃত্যুদন্ড) কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করা যায় না। এক মুসলিম অপর মুসলিমকে হত্যা করা কুফরী হলেও আল্লাহ্ তাদেরকে পরস্পর ভাই হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু একজন মুরতাদকে মুসলিমের ঈমানী ভাই বলে আখ্যায়িত করা নাজায়েজ।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা জালালুহু বলেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * (سورة الحجرات : ١٠)

অর্থাৎ *"নিশ্চয়ই মু'মিনরা পরস্পর ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে (সম্পর্ক) সংশোধন করে দাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। সম্ভবত*[1] *তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।"* (সূরা হুজুরাত ৪৯ ঃ ১০ আয়াত)।

তৃতীয়তঃ ছাহাবী কর্তৃক কোন কাজ শির্ক বলে আখ্যায়িত করা অথবা কুরআন ও হাদীছের আলোকে বুঝা যে, ঐ কাজটি ছোট শির্ক। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবাদের (রাঃ) কাছে আক্বীদাহ্ সম্পর্কে এমন বিস্তারিত আলোচনা করে গেছেন যে, তাদের নিকট অন্য কিছুর সাথে শির্কের সংমিশ্রণ হত না এবং ফিক্বাহ্‌র ছোট ছোট বিষয়ের মত শির্কের ব্যাপারে তাদের কোন মতবিরোধ ছিল না। অতএব, এ বিষয়ে যে কোন ছাহাবীর (রাঃ) কথাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

---

১. আল্লাহ গাফুরুর রাহীমের তরফ হতে 'সম্ভবত' অর্থ হচ্ছে 'অবশ্যই'।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

তা'বিজ ব্যবহার করা কি ছোট শির্ক, না বড় শির্ক ?

তা'বিজ ব্যবহার করা শির্কুল আসবাব- এর অন্তর্ভূক্ত। এ ধরণের শির্ক শির্ককারীদের মনের অবস্থা ও তার ধ্যাণ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো বড় শির্ক, আবার কখনো ছোট শির্ক হয়ে যায়। সুতরাং, তা'বিজ ব্যবহার করাকে সাধারণভাবে বড় শির্ক বা ছোট শির্ক বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। বরং তা'বিজ ও তা'বিজ ব্যবহারকারীর প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। তা'বিজ যদি কোন মূর্তির ছবি হয়, অথবা এমন শিরকী মন্ত্র তা'বিজে লেখা থাকে, যেগুলির মাধ্যমে গাইরুল্লার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে কিংবা গাইরুল্লাহ্র কাছে শিফার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, কিংবা সলীব তথা ক্রসকে তা'বিজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা হলে নিঃসন্দেহে উহা বড় শির্ক। এভাবে যদি কেউ কড়ি বা সুতা ইত্যাদি গলায় ধারণ করে এবং ধারণা পোষণ করে যে, ঐ গুলি বালা-মুছিবত দূর করার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তাহলে উহাও বড় শির্কের অন্তর্ভূক্ত হবে। আর যদি এ ধরণের ধ্যান-ধারনা না হয়, তাহলে ছোট শির্কের অন্তর্ভূক্ত হবে। আমরা এখন এ সম্পর্কে কয়েকজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের কিছু উক্তি বর্ণনা করছি।

শায়খ আব্দুর রহমান বিন সা'দী, শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রচিত 'কিতাবুত তাওহীদ' এর উদ্ধৃতি দিয়ে লুবাব নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, বালা -মুছিবত দূর করার জন্য কিংবা বালা-মুছিবত থেকে হিফাযতে থাকার জন্য চুড়ি, তাগা ইত্যাদি পরিধান করা শির্ক। এ বিষয়টি পুরাপুরিভাবে বুঝতে হলে আসবাব বা মাধ্যমের হুকুম সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিররণ হল এই যে, বান্দার আসবাব বা মাধ্যম সম্পর্কে তিনটি ধারণা থাকতেই হবে।

১. কোন জিনিসকে সবব বা মাধ্যম মনে না করা, যতক্ষন পর্যন্ত উহার পক্ষে শরয়ী প্রমাণ না পাওয়া যায়।

২. কোন বান্দা মাধ্যমের উপর ভরসা করবে না, বরং যিনি মাধ্যম হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপরই ভরসা করবে এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ওটা ব্যবহার করবে ও আল্লাহ চাইলে উপকৃত হওয়ার আশা রাখবে।

৩. এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, মাধ্যম যত বড় ও শক্তিশালীই হউক না কেন,

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

উহা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নির্দেশের আজ্ঞাবহ এবং তাঁর ফায়সালা ও তাক্বদীরের সাথে ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত। এখান থেকে বের হওয়ার কোন ক্ষমতাই তার নেই। আরো বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবেই উহার মধ্যে তাছার্‌রফ করেন। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর হিকমত অনুসারে উহার সবব হওয়ার গুণকে বহাল রাখেন, যাতে বান্দা উহা ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে এবং তাতে নিহিত আল্লাহর হিকমতকে পুরেপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, তিনি মাধ্যমকে ইহার ক্রিয়া ও প্রভাবের সাথে কি সুন্দরভাবে সম্পৃক্ত করেছেন। আবার তিনি ইচ্ছা করলে মাধ্যম হওয়ার গুণকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন যাতে বান্দা উহার উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করতে না পারে, আল্লাহর কুদরতের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং জানতে পারে যে, সার্বভৌম ক্ষমতা ও চূড়ান্ত ফয়সালার মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌ই। সব ধরণের আসবাব তথা মাধ্যম সম্পর্কে চিন্তা ও ব্যবহারে বান্দার উপরোক্ত ধারণা থাকা আবশ্যক তথা ফরয। একথা জানার পর ইহা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদি কেউ মুছীবত আসার পরে উহা দূর করার জন্য অথবা মুছীবত আসার পূর্বে উহা প্রতিহত করার জন্য তা'বিজাবলী বা সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করে, তাহলে তা শির্‌ক হবে। কেননা, সে যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, উহাই মুছীবত দূরা করে বা প্রতিহত করে, তাহলে উহা হবে বড় শির্‌ক।

যেহেতু, সে সৃষ্টি এবং পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করেছে, তাই এটা হবে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সাথে শরীক করা। আর যেহেতু সে উহাকে উপকারের মালিক মনে করে তার কাছে আশ্রয় চেয়েছে এবং এ আশায় অন্তরকে তার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, তখন ইহা হবে ইবাদতের মাধ্যমে শরীক করা। অন্যদিকে, যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, মুছীবত দূর করার ও প্রতিহত করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌ই, কিন্তু তা'বিজাবলী বা সুতা ইত্যাদিকে সে এমন সবব মনে করে, যার দ্বারা মুছীবত দূর করা যায়, তাহলে প্রকৃত পক্ষে সে এমন বস্তুকে সবব মনে করল যা শরীয়তের দৃষ্টিতে এবং প্রাকৃতিক ভাবে সবব নয়। তাই এটা শরীয়ত ও প্রকৃতির উপর একটি মিথ্যা অপবাদ। কেননা, শরীয়ত এ থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছে, আর যে বিষয়ে নিষেধ আছে সেটা কোন উপকারী সবব বা মাধ্যম হতে পারে না এবং প্রাকৃতিক ভাবে এটা এমন কোন নিশ্চিত বা অনিশ্চিত মাধ্যম নয় যার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। অনুরূপভাবে এটা কোন বৈধ উপকারী ঔষধও নয়। অধিকন্তু উহা শির্‌কের মাধ্যম সমূহের অর্ন্তভূক্ত। কেননা, ব্যবহারকারী অবশ্যই তার অন্তরকে উহার সাথে সম্পৃক্ত করে। আর ইহা এক ধরণের শির্‌ক বা শির্‌কের মাধ্যম।

তা'বিজ ঐ সমস্ত জিনিসের অন্তর্ভূক্ত, যেগুলির সাথে ব্যবহারকারীদের অন্তর ঘনিষ্ট ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তাই ঐ নিয়তে কোন কিছু গলায় ঝুলানো তা'বিজেরও

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

একই হুকুম। এভাবে উহার কোনটি বড় শির্ক, আবার কোনটি ছোট শির্ক। বড় শির্ক যেমন ঃ ঐ সমস্ত তা'বিজ, যার মধ্যে শয়তান অথবা অন্য কোন সৃষ্ট জীবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। আর যে সকল বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সাহায্য করতে পারে না, সেগুলির ব্যাপারে গাইরুল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা শির্ক। ইন্‌শাআল্লাহ এ বিষয়ে একটু পরেই আলোচনা আসছে। আর ছোট শির্ক ও হারাম হওয়ার দৃষ্টান্ত হল ঐ সকল তা'বিজ, যেগুলিতে এমন সব নাম থাকে, যেগুলোর অর্থ বুঝা যায় না এবং যেগুলি শির্কের দিকে নিয়ে যায়।

শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বিন শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রঃ) এরূপই বলেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হল মুছীবত দূর করা বা প্রতিহত করার জন্য তামা, লোহা বা অনুরূপ কোন ধাতব বস্তু ব্যবহার করা। এর হুকুমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উহা শির্কে তা'তীলের অন্তর্ভূক্ত। মহান ও পবিত্র আল্লাহ্‌র একমাত্র ইলাহ হওয়ার কারণে ঐ গুলি পরিহার করা বান্দার জন্য আবশ্যক। কেননা, ইলাহ বলতে ঐ সত্ত্বাকে বুঝায়, যার প্রতি হৃদয় আসক্ত হয় এবং যার নিকট এমন বিষয়ের আশা রাখে ও আশ্রয় প্রার্থনা করে যা শুধু সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র জন্যই নির্ধারিত এবং সকল আনুগত্য, সকল ইবাদত আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট। ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদত হচ্ছে- আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা, তাঁর কাছে আশা করা, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল রাখা এবং বিশ্বাস করা যে, ভাল-মন্দ একমাত্র তাঁরই হাতে। শুধু তিনিই ভাল-মন্দ আনয়নকারী ও প্রতিহতকারী।

আল্লাহ সুব্‌হানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ * (سورة يونس : ١٠٧)

অর্থাৎ *"আর আল্লাহ্‌ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে তিনি ছাড়া কেউ নেই তা খন্ডানোর মত। পক্ষান্তরে, যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তাহলে তার মেহেরবাণীকে রহিত করার মতও কেউ নেই।"* (সূরা য়ুনুস ১০ ঃ ১০৭ আয়াত)

সুতরাং, যদি কেউ বিশ্বাস রাখে যে, গিড়া, তাগা পরিধান করলে এবং হাঁর ও তা'বিজ ধারণ করলে বালা-মুছীবত ও দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়, তবে সে এ ধরণের বিশ্বাসের কারণে শির্ক করল এবং আল্লাহ্‌র কাজকে বাতিল করে দিল, যেটা নির্দিষ্ট রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে একমাত্র স্রষ্টার জন্য। এভাবে সে ঐ কাজকে تَمِيمَة এর জন্য সাব্যস্ত করে, যেটাকে যথাস্থানে মর্যাদা দেয়ার পরিবর্তে অন্যাকে মর্যাদা দিল।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

এজন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহুতে তামার চুড়ি ব্যবাহারকারী ব্যক্তিকে বলেছেন উহা খুলে ফেলতে। কারণ, উহা কেবল দুর্বলতাই বাড়িয়ে দিবে। উহা সাথে থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে কখনো সফল হতে পারবে না। ইমাম আহ্‌মদ (রঃ) ইমরান বিন হোসাইনের সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীছের এই অংশ مَا أفْلَحْتَ أبَدًا "তুমি কখনো সফল হতে পারবে না।" দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইহা বড় শির্‌ক, যা ক্ষমার অযোগ্য, এমনকি ইহার কারণে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ شَرحُ كِتَابُ التَّوحِيدِ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ تَيسِيرُ العَزِيزِ الحَمِيدِ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, বালা-মুছীবত দূর করার উদ্দেশ্যে গিড়া, তাগা পরিধান করা ছোট শির্‌কের অন্তর্ভূক্ত। এখানে মনে রাখা দরকার যে, উক্ত কথা দ্বারা শায়খের উদ্দেশ্য হলো এই যে, ঐ সমস্ত তা'বিজকে শুধু মাধ্যম মনে করে ব্যবহার করলে তা ছোট শির্‌ক হবে। আর যদি ওগুলির উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে, সেগুলির নিকট থেকে উপকারের আশা করে এবং সেগুলির সাথে এমন ব্যবহার করে, যেমন ব্যবহার আল্লাহ্‌র সাথে করা উচিৎ অথবা তা'বিজ যদি শির্‌কী হয়, যেমন - তাতে সৃষ্টির কাছে এমন ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, যে সাহায্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না, তাহলে ওটা নিঃসন্দেহে বড় শির্‌কের অন্তর্ভূক্ত হবে। التَّوضِيحُ عَن تَوحِيدِ الخَلاَئِقِ এবং تَيسِيرُ العَزِيزِ الحَمِيدِ গ্রন্থদ্বয়ে শায়খের আলোচনার সমষ্টি থেকে স্পষ্টভাবে উক্ত কথাই প্রতীয়মান হয়। অনুরূপ কথা শায়খ আব্দুল আযীয বিন বাজও বলেছেন। তিনি বলেছেন - শয়তানের নাম, হাড়, পুঁতি, পেরেক অথবা তিলিস্‌মা (অর্থাৎ অর্থবিহীন বিদঘুটে শব্দ বা অক্ষর) প্রভৃতি বস্তু দিয়ে তা'বিজ বানানো হলে সেটা ছোট শির্‌কের অন্তর্ভূক্ত হবে। অনেক সময় উল্লেখিত বস্তু সমূহের তা'বিজ বড় শির্‌কের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। যেমন- তা'বিজ ব্যবহারকারী বিশ্বাস করল যে, এই তা'বিজ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়াই তাকে হিফাযত করবে বা তার রোগ-ব্যাধি দূর করে দিবে অথবা তার দুঃখ-কষ্ট অপসারিত করবে। فَتحُ المَجِيدِ গ্রন্থের উপর حَامِد الفِقِي কর্তৃক লিখিত হাশিয়া এর টীকা লিখতে গিয়ে শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায বলেছেন ঃ

তা'বিজ ব্যবহার করায় দ্বীনের সাথে বিদ্রূপ করা হয় না, বরঞ্চ সেটা ছোট শির্‌কের অন্তর্ভূক্ত এবং জাহেলিয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার অনেক সময় তা'বিজ ব্যবহারকারীর ধ্যাণ-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বড় শির্‌কের অন্তর্ভূক্তও হয়ে যায়। যথা ঃ এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই উহা উপকার ও ক্ষতি করে। কিন্তু যদি এরূপ ধারণা পোষণ করা হয় যে, উহা বদ নযর অথবা জিন ইত্যাদি থেকে হিফাযতে থাকার একটি মাধ্যম, তবে ইহা ছোট শির্‌কের অন্তর্ভূক্ত হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'বিজকে মাধ্যম হিসাবে সৃষ্টি করেন নি। বরঞ্চ উহা থেকে

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

নিষেধ করেছেন, উহার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং সেটাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় শির্‌ক বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ, ব্যবহারকারীর অন্তর আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে তা'বিজের দিকে ঝুকে পড়ে এবং উহার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, এভাবে শির্‌কের দরজা খুলে যায়।

শায়খ হাফেয হাকামী বলেন ঃ

وَإِنْ تَكُنْ مِمَّا سِوَى الْوَحْيَيْنِ + فَإِنَّهَا شِرْكٌ بِغَيْرِ مَيْنِ

بَلْ إِنَّهَا قَسِيمَةُ الْأَزْلَامِ + فِي الْبُعْدِ عَنْ سِيمَا أُولَى الْإِسْلَامِ

অর্থাৎ দুই অহী তথা আল কুরআন ও আল হাদীছ ব্যতীত, ইয়াহুদীদের তিলিস্‌মতি, মূর্তি পূজারী, নক্ষত্র পূজারী, মালাইকা পূজারী এবং জিনের খিদমত গ্রহণকারী ইত্যাদি বাতিল পন্থীদের তা'বিজ ব্যবহার ; অনুরূপভাবে পুতি, ধনুকের ছিলা, তাগা এবং লোহার ধাতব চুড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শির্‌ক। কারণ, এগুলি সমস্যা সমাধানের জন্য বৈধ মাধ্যম কিংবা শরীয়ত সম্মত ঔষধ নয়। বরং তা'বিজ ভক্তরা এসব জিনিসে নিজেদের খেয়াল খুশিতে একথা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, ওগুলি অমুক অমুক রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। মূর্তি পূজারীরা যেমন তাদের বানানো মূর্তি সম্পর্কে কতকগুলি মনগড়া ধ্যাণ-ধারণা স্থির করে নিয়েছে। (যথা তারা ধারণা করে যে, কতকগুলি মূর্তির হাতে কল্যাণের এবং আর কতকের হাতে অকল্যাণের ক্ষমতা রয়েছে ইত্যাদি।)

তা'বিজ সম্পর্কে তা'বিজ ভক্তদের অবস্থাও ঠিক তেমনি। মূলতঃ এসব তা'বিজ জাহেলী যুগের أزلام "আযলাম" এর সাদৃশ্যপূর্ণ। "আযলাম" অর্থ হচ্ছে কাঠের অংশ বা টুকরা। জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের সাথে তিনটি কাঠ রাখত। কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে ঐ কাঠগুলি দ্বারা তারা লটারী করত। এগুলোর একটাতে লেখা ছিল إفعل অর্থ "কর" দ্বিতীয়টিতে লেখা ছিল لا تفعل অর্থ "করো না" এবং তৃতীয়টিতে লেখা ছিল غفل অর্থ "অজ্ঞাত"। লটারীতে "কর" লিখিত কাঠ আসলে কাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। "করো না" লিখিত কাঠ আসলে, যাত্রা স্থগিত রাখত এবং "অজ্ঞাত" লিখিত কাঠ আসলে পুনরায় লটারী দেয়া হত। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে এই ভ্রষ্টতার পরিবর্তে একটি উত্তম পদ্ধতি দান করেছেন। আর সেটা হচ্ছে ইস্তেখারার ছালাত ও দু'আ। পরিশেষে বলা যায় যে, কুরআন হাদীছের বাহিরের তা'বিজসমূহ ভ্রান্ত এবং শরীয়ত বিরোধী, আযলামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং মুসলিমদের 'আমল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। প্রকৃত তাওহীদবাদীরা এ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। তাদের অন্তরে আছে প্রবল ঈমানী শক্তি। তাঁরা আল্লাহর উপর

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

অগাধ বিশ্বাস রাখে। এ জন্যই তাদের তাওয়াক্কুল শুধু আল্লাহ্র উপর। অন্য কিছুর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা থেকে তারা অনেক দূরে থাকে।

পূর্বে উল্লেখিত দলীলসমূহ এবং শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, তা'বিজ ব্যবহারকারীর মানসিক অবস্থা, তা'বিজের স্বরূপ এবং তার মধ্যে লিখিত জিনিসগুলির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তা'বিজকে শুধুমাত্র একটি হুকুমে আবদ্ধ করা সমীচীন নয়। অনুরূপভাবে, এটাও লক্ষণীয় যে, ছোট শির্ক সাধারণ ব্যাপার নয়। তাকে ছোট বলার অর্থ হল - যে বড় শির্কের কারণে অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে, তার তুলনায় ছোট। অন্যথায় ছোট শির্ক কবীরা গুনাহ সমূহের মধ্যে সর্বাধিক জঘন্য। তার দলীল ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত উক্তি। তিনি বলেছেন ঃ

قَوْلُ ابْنِ مَسْعُـوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ لِأَنْ أَحْلَـفَ بِاللهِ كَاذِباً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلَفَ بِغَـيْرِهِ صَادِقـاً . (مصنف عبد الرزاق)

অর্থাৎ 'আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা আমার কাছে অনেক উত্তম, গাইরুল্লাহ্র (আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি বা বস্তু) নামে সত্য শপথ করার চেয়ে।' (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক)

শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব, ইবনে মাসউদের (রাঃ) এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন- মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র নামে শপথ করাকে গাইরুল্লাহ্র নামে সত্য শপথের উপর এজন্যই ইবনে মাসউদ (রাঃ) অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, আল্লাহর নামে শপথ করা হচ্ছে তাওহীদ, আর গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা শির্ক এবং গাইরুল্লাহ্র নামের শপথে জড়িত আছে সত্যবাদিতা এবং শির্ক। আর আল্লাহর নামের শপথে যদিও মিথ্যাবাদিতা বিদ্যমান, তবুও তাতে আছে তাওহীদ। তাই ইবনে মাসউদের (রাঃ) উল্লেখিত উক্তির তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ছোট শির্ক অন্যান্য কবীরা গুনাহের তুলনায় সর্বাধিক গুরুতর।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব উল্লেখ করেছেন- বালা-মুছীবত দূর করার জন্য অথবা বিপদ আপদ থেকে হিফাযতে থাকার জন্য গিড়া এবং তাগা ইত্যাদি ব্যবহার করা ছোট শির্ক। ছাহাবায়ে কিরামের কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, ছোট শির্ক কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য। কুরআন ও হাদীছের যে সকল দলীলে ছোট শির্কের প্রসঙ্গ এসেছে, সেগুলোতে ছোট-বড় সকল শির্কই শামিল। এ জন্যই ছালফে ছালেহীন (ছাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবেঈ তাবেয়ীন) ছোট শির্কের ক্ষেত্রে ঐ

www.downloadbdbooks.blogspot.com

সমস্ত দলীল পেশ করেছেন যেগুলো মূলতঃ বড় শির্‌ক প্রসঙ্গে এসেছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হুযায়ফা (রাঃ) থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا * (سورة النساء : ٤٨)

অর্থাৎ *"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে যেন বড় ধরণের অপবাদ আরোপ করল।"* (সূরা নিসা ৪ ঃ ৪৮ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন ঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ * (سورة لقمان : ١٣)

অর্থাৎ *"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।"* (সূরা লুকমান ৩১ ঃ ১৩ আয়াত)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে يُشْرِك এবং الشِّرْكَ দ্বারা ছোট বড় সকল শির্‌কই বুঝানো হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন গুনাহ সবচেয়ে বড় ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছেন- যে আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সাথে শির্‌ক সবচেয়ে বড় গোনাহ। বুখারী শরীফের কিতাবুত তাফসীর অধ্যায়ে সূরা বাক্বারার এই আয়াত فَلاَ تَجعَلُوا لِلّٰهِ أَندَادًا وَّأَنتُم تَعلَمُون এর তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বলেছেন- আন্দাদ অর্থ হচ্ছে ছোট শির্‌ক। ক্বিয়ামাহ দিবসে ছোট শির্‌কে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিচার কার্য সর্বপ্রথম সম্পন্ন করা হবে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ছোট শির্‌ক কত ভয়াবহ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُّقَالَ جَرِيْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَه وَقَرَأَ

www.downloadbdbooks.blogspot.com

الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا فعلتَ
فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ
قَالَ كَذَبْتَ وَلَٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ
الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ
وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ
مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ
فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ
فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ
هُوَ جَوَّادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ثُمَّ
أُلْقِيَ فِي النَّارِ . (رواه مسلم)

অর্থাৎ 'ক্বিয়ামাহ দিবসে সর্ব প্রথম তিন ব্যক্তির বিচার কার্য সম্পন্ন করা হবে। তাদের একজন হচ্ছে শহীদ। তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়ে আসা হবে এবং তার কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত নি'আমত সমূহ পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে এবং সে সেগুলো চিনবে (স্বীকার করে নিবে) আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন- তুমি এই নি'আমতগুলির বিনিময়ে কি 'আমল করেছ ? সে বলবে, আমি তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, মিথ্যা বলেছ। তুমিত এ উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করেছ যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তাতো বলা হয়েছে। তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের আর একজন হচ্ছে আলেম, যে নিজে জ্ঞান শিক্ষালাভ করেছে, অন্যকেও তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাকে প্রদত্ত নি'আমত সমূহের পরিচয় করিয়ে দিবেন। সে ঐ নে'আমতগুলি চিনতে পারবে। প্রশ্ন করা হবে- ঐ সমস্ত নি'আমতের বিনিময়ে তুকি কি কাজ করেছ ? সে বলবে - আমি নিজে জ্ঞান শিখেছি এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ্ বলবেন - তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমিতো এজন্যই ইলম্ শিখেছিলে যে, তোমাকে আলেম বলা হবে এবং এ উদ্দেশ্যেই কুরআন পাঠ করেছিলে যে, তোমাকে ক্বারী বলা হবে। আর তাতো বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ নির্দেশ করবেন। সে অনুযায়ী তাকে

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের অপরজন হচ্ছে বিত্তশালী, যাকে আল্লাহ অঢেল ধন সম্পদ দান করেছেন। তাকে তাঁর দরবারে হাযির করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নি'আমত সমূহ আল্লাহ পরিচয় করিয়ে দিবেন, আর সেগুলো সে চিনবে (অর্থাৎ স্বীকার করে নিবে)। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলবেন - এই নি'আমতের বিনিময়ে তুমি কি 'আমল করেছ ? সে বলবে, আপনি যে সকল খাতে দান করা পছন্দ করেন, সেগুলির প্রত্যেকটিতে আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য দান করেছি, কোন খাতই আমার দান থেকে বাদ পড়েনি। আল্লাহ বলবেন - তুমি মিথ্যা কথা বললে। তুমিতো সেটা করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে দানশীল বলা হবে। আর তাতো বলা হয়েছে। অতঃপর তিনি আদেশ দিবেন, তখন তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।' (ছহীহ মুসলিম, ইমাম নববীর ব্যাখ্যা সহকারে)

যে ভাল কাজে ছোট শির্ক মিশ্রিত থাকবে সে 'আমল বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তার কোন মূল্যই নেই। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এরশাদ করেছেন ঃ

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ . (رواه مسلم)

অর্থাৎ 'আমি শরীকের শির্ক থেকে অনেক পবিত্র। যে ব্যক্তি কোন কাজ করবে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও অংশীদার বানাবে, আমি তাকে তার শির্ক সহকারে পরিত্যাগ করব।' (ছহীহ মুসলিম, ইমাম নববীর (রঃ) ব্যাখ্যা সহকারে)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করল- হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এক লোক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ইচ্ছা করেছে এবং সে (জিহাদের মাধ্যমে) দুনিয়ার সম্পদ (গণিমতের মাল) পেতে চায়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

لاَ أَجْرَ لَهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاَثاً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ أَجْرَ لَهُ . (رواه حاكم و احمد , صحيح)

অর্থাৎ ('সে কোন ছওয়াবই পাবে না)। ঐ লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.downloadbdbooks.blogspot.com

ওয়া সাল্লামের কাছে কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করল, কিন্তু প্রত্যেকবারই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন - (সে কোন ছওয়াব পাবে না)। (হাকেম ও মুসনাদে আহমদ)

আবু উমামা আল বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ 'এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন - হে আল্লাহ্র রাসূল ! এক লোক আল্লাহ্র কাছে ছওয়াব এবং মানুষের কাছে সুনাম অর্জনের জন্য যুদ্ধ করেছে। তার কি প্রাপ্য ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন - সে কিছুই পাবে না। ঐ ব্যক্তি রাসূলের কাছে প্রশ্নটির একাধারে তিনবার পূনরাবৃত্তি করলেন, আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেলেন - "সে কিছুই পাবে না।" অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ গাফুরুর রাহীম কেবল সেই 'আমলই কবুল করেন, যা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য করা হয় এবং উহার মাধ্যমে শুধু তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে।' (সুনানে নাসাঈ)

শির্ক থেকে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُـوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَ أَنَا أَعْـلَمُ ، وَأَسْتَغْـفِـرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ .

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা-'আলামু।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ্ ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শির্ক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শির্ক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" (আহমদ- ৪/৪০৩, সহীহ আল জামে- ৩/২৩৩)

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন হাদীছের তা'বিজ দু'আ হিসাবে ব্যবহার করার হুকুম

কুরআন, হাদীস ও ছাহাবাদের মতামতের দলীলের আলোকে তা'বিজ ব্যবহারের হুকুম আমরা আলোচনা করেছি। এতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ব্যবহারকারীর অবস্থা ও তা'বিজের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার কারণে ওটা হয়তোবা শির্কে আকবার (বড় শির্ক) নতুবা শির্কে আছগার (ছোট শির্ক) বলে গন্য হবে। এ হুকুমের মধ্যে কোন প্রকার মত পার্থক্য নেই। তবে কুরআন ও হাদীছের তা'বিজ ব্যবহার করার মধ্যে মতভেদ আছে।

এক শ্রেনীর আলেমের মতে কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দু'আ সমূহের তা'বিজ ব্যবহার করা জায়েয। আর এই শ্রেনীর তা'বিজ উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভূক্ত নয়। যারা এই মত পোষণ করেন, তারা হলেন ঃ সাঈদ বিন মুসাইয়িব, আতা আবু জাফর আল বাকের, ইমাম মালেক। এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদ, ইবনে আব্দুল বার, বাইহাকী, কুরতুবী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে ক্বাইয়িম এবং ইবনে হাজর।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ ছাহাবা (রাঃ) এবং তাঁদের পরে যারা এসেছেন, তাদের মতে কুরআন ও হাদীছের তা'বিজ ব্যবহার করা জায়েয নেই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেনঃ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, ইবনে আব্বাস, হুযাইফা, উক্‌বা বিন আমের, ইবনে 'ওকাইম, ইবরাহীম নাখয়ী, একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ, ইবনুল আরাবী, শায়খ আব্দুর রাহমান বিন হাসান আলুশ শায়খ, শায়খ সুলায়মান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব, শায়খ আব্দুর রহমান বিন সা'আদী, হাফেয আল হাকামী এবং মুহাম্মাদ হামিদ আল ক্বাফী। আর সমসাময়িক মনীষীদের মধ্যে আছেন - শায়খ আলবানী ও শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায প্রমুখ।

প্রথম মত পোষণকারীদের দলীলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ

১.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ * (سورة الإسراء : ٨٢)

অর্থাৎ *'আর আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করেছি যা রোগের সু-চিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত।'* (সূরা ইস্‌রা ১৭ ঃ ৮২ আয়াত)

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

২. আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ নিশ্চয়ই তা'বিজ ঐ জিনিস যা বালা মুছিবতে পতিত হওয়ার পূর্বে শরীরে ধারণ করা হয়। পরে যা ব্যবহার করা হয় তা নয়। (বায়হাকী)।

৩. আব্দুল্লাহ্ বিন 'আমরের (রাঃ) ব্যক্তিগত 'আমলে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) ঐ সমস্ত সন্তানদের সাথে তা'বিজ ঝুলিয়ে দিতেন, যারা ভয়ের দু'আ মুখস্ত করার বয়স পর্যন্ত পৌঁছেনি।

দু'আটি নিম্নরূপ ঃ

بِسْمِ اللهِ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنَ . (رواه أحمد والترمذى وأبو داؤد ، حسن)

অর্থাৎ 'আল্লাহর নামে তাঁর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাঁর গযব ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্টতা থেকে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তাদের উপস্থিতি থেকে।' (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, হাসান।)

দ্বিতীয় মত পোষণকারীগণ, যারা কুরআন ও হাদীছের তা'বিজ ধারণ করা নিষিদ্ধ বলেছেন, তারা প্রথম মত পোষণকারীদের দলীল সমূহকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন না।

কুরআনুল কারীম থেকে তাঁদের পেশকৃত আয়াতটি 'মুজমালা' বা সংক্ষিপ্ত। উপরন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনে পাক দ্বারা চিকিৎসা করার স্বরূপ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর তা হল কুরআন তিলাওয়াত এবং সে অনুযায়ী 'আমল করা। এ ছাড়া কোন কিছু তা'বিজ আকারে ব্যবহারের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন বর্ণনা নেই। এমনকি এ ব্যাপারে ছাহাবাদের থেকেও বর্ণনা নেই। তবে আয়িশার (রাঃ) উক্তি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, যেহেতু কুরআন থেকে লটকানোর কোন বর্ণনা তাঁর ঐ হাদীছে নেই, বরং শুধুমাত্র বলা হয়েছে- "তা'বিজ ঐ জিনিস যা বালা মুছিবতে পতিত হওয়ার পূর্বে (শরীরে) ধারণ করা হয়, পরে নয়।" যেহেতু তাঁর এই কথা নিশ্চিতভাবে কিছু বুঝাচ্ছে না, তাই শুধু এই উক্তির ভিত্তিতেই এটা বলা যাবে না যে, আয়িশার (রাঃ) মতে কুরআনের তা'বিজ ধারণ করা জায়েয।

তাছাড়া আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) থেকে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা বিশুদ্ধ নয়। কারণ, ঐ হাদীছে মুহাম্মাদ ইসহাক বর্ণনায় আন্‌আনাহ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অথচ তিনি মোহাদ্দিসগণের নিকট একজন মুদাল্লিস হিসাবে পরিচিত। (ছহীহ, সুনানে আবু দাউদ)

শায়খ মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী (রঃ) ঐ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা এসেছে তা দুর্বল এবং এ ব্যাপারে সেটা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবনে 'আমর (রাঃ) তাঁর বয়স্ক সন্তানদেরকে ভয়ের দু'আ মুখস্ত করাতেন এবং ছোট ছোট সন্তানদের জন্য লোহার পাতে লিখে গলায় লটকিয়ে দিতেন। এতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ছোটদের মুখস্ত না থাকার কারণেই তিনি ওটা লটকাতেন, তা'বিজ হিসাবে নয়। যেহেতু তা'বিজ লেখা হয় কাগজে, পাতে নয়।

ব্যাপারটা যখন এমন, তখন এটা পরিস্কার যে, কুরআন ও হাদীছের তা'বিজ সমর্থনকারীদের পক্ষে শক্তিশালী কোন দলীলই নেই।

নিম্নে বর্ণিত দলীল সমূহের মাধ্যমে নিষিদ্ধকারীদের মতামতের অগ্রাধিকার প্রতিফলিত হয়ঃ

১. এই আলোচনায় তা'বিজ সমূহ হারাম হওয়ার যে সমস্ত দলীল পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলিতে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপকতা বিদ্যমান এবং এর বিপরীতে কোন দলীল আসে নি। অতএব, দলীলগুলি ব্যাপকতার উপর বহাল থাকবে।

২. যদি তা'বিজ ব্যবহার বৈধ হত তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই স্পষ্টভাবে বলে দিতেন। যেমনি ঝাড়-ফুকের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং তার মধ্যে যা শির্কের অন্তর্ভূক্ত নয়, তার অনুমতি দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

قَالَ أَعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا شِرْكٌ . (رواه مسلم)

অর্থাৎ 'তোমাদের ঝাড়-ফুঁক আমার কাছে পেশ কর, ওটা শির্কের আওতাধীন না হলে তাতে কোন প্রকার বাধা নেই।' (মুসলিম, শরহে নববী)।

অথচ তিনি তা'বিজ সম্পর্কে এরূপ কিছু বলেন নি।

৩. এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার উপর ছাহাবাদের (রাঃ) যথেষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আর যারা তার বিরোধিতা করেছেন, তাদের বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ, ছাহাবাগণ এবং অধিকাংশ তাবেয়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়েত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। বিশেষ করে ইবরাহীম নখয়ী ব্যাপক অর্থে বলেছেন যে, তারা কুরআন এবং কুরআনের বাইরে যাবতীয় তা'বিজ খারাপ মনে করতেন।

শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান বলেনঃ এ কথা দ্বারা ইবরাহীম নখয়ী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের (রাঃ) সাথী-সঙ্গীদের বুঝিয়েছেন। যেমন, আলকামা, আসওয়াদ, আবু ওয়ায়েল, হারেছ বিন সোয়ায়েদ, ওবায়দা সালমানী, মাসরুক, রাবী বিন খায়সম

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

এবং সোওয়ায়েদ বিন গাফ্‌লাহ্‌ প্রমুখ প্রসিদ্ধ তাবেয়ীগণ। উক্ত উদ্ধৃতিটি ইবরাহীম নখয়ী (রঃ) তাবেয়ীনদের মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন। হাফেয ইরাকী এবং অন্যান্যদের বক্তব্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয়। (ফতহুল মজীদ)

৪. শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ কাজ সমূহের পথ বন্ধ করে দেয়া ওয়াজিব, যাতে কুরআনী তা'বিজের সাথে শির্‌কী তা'বিজ মিলে না যায়। এ রকম ঘটলে শির্‌কী তা'বিজ নিষিদ্ধ করার সুযোগও থাকবে না।

শায়খ হাফেয হাকামী বলেন ঃ নিঃসন্দেহে এ নিষেধাজ্ঞা বাতিল 'আক্বীদাহ্‌ রুদ্ধ করার উত্তম পথ, বিশেষ করে আমাদের এ যুগে। ছাহাবা এবং তবেয়ীনদের অন্তরে পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ ঈমান বিদ্যমান ছিল এবং তাঁদের সেই যুগ অনেক অনেক পবিত্র ছিল। তা সত্ত্বেও, তাঁদের অধিকাংশই তা'বিজকে খারাপ মনে করেছেন।

সুতরাং, আমাদের এ ফিৎনার যুগে তা'বিজ পরিহার করা অধিক উত্তম। আর কেনইবা পরিহার করা উত্তম হবে না, অথচ তা'বিজপন্থীরা এ সুযোগে হারাম ও অত্যাচারের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এমনকি তদের অনেকেই তা'বিজে কুরআনের আয়াত, সূরা, বিসমিল্লাহ অথবা এ জাতীয় পবিত্র জিনিস লিপিবদ্ধ করে, অতঃপর সেগুলির নীচে শয়তানের তেলেসমাতী লিখে থাকে, যেগুলোর অর্থ ঐ সমস্ত শয়তানী কিতাব যারা পাঠ করেছে, তারা ছাড়া আর কেউ বুঝে না।

অন্যদিকে তারা সাধারণ মানুষের মন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা থেকে বিমুখ করে, তাদের লিখিত তা'বিজের প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলে। শুধু তাই নয়, ঐ সমস্ত শয়তানদের প্ররোচনার কারণে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অথচ তাদের কোন কিছুই হয়নি। অতঃপর তাদের প্রতি আসক্তির সুযোগে তাদের সহায়-সম্পদ লুটে নেয়ার ফন্দি আটে এবং তাদেরকে বলে, তোমাদের পরিবারে বা ধন সম্পত্তিতে অথবা তোমার উপর এরূপ এরূপ বিপদ আসবে, অথবা বলে- তোমার পিছনে জিন লেগেছে ইত্যাদি। এভাবে এমন কতকগুলো শয়তানী কথা-বার্তা তুলে ধরে যেগুলো শুনে সে মনে করে যে, এ লোক ঠিকই বলেছে এবং তার প্রতি সে যথেষ্ট দয়াবান বলেই তার উপকার করতে চায়। ফলে সরলমনা মূর্খ লোকের অন্তর তার কথা শুনে ভয়ে অস্থির হয়ে যায়। তখন সে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে এই দাজ্জালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তার উপর ভরসা করতে থাকে।

অবশেষে, তাকে জিজ্ঞেস করে যে, এ বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি ? তার প্রশ্ন শুনে মনে হয়- যেন ঐ লোকের হাতেই ভাল-মন্দের চাবিকাঠি। এভাবে ঐ প্রতারক স্বীয় উদ্দেশ্য হাছিল করে নেয়। এবং তার এই হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বলে, যদি তুমি আমাকে এত এত পরিমাণ টাকা দাও বা অমুক জিনিস দাও, তাহলে তোমার এতখানি দৈর্ঘ্য প্রস্থের প্রতিরোধক তা'বিজ লিখে দেব এবং আরও সাজিয়ে গুছিয়ে

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

বলে যে, এই প্রতিরোধক তা'বিজ অমুক অমুক বস্তু দিয়ে গলায় ধারণ করবে এবং এটা এই এই রোগের জন্য ব্যবহার করবে।

শায়খ হাফেয আল হাকামী বলেন ঃ এই বিশ্বাস বা ;আক্বীদাহ্‌র সাথে আপনি কি মনে করেন যে, এ কাজটি শির্‌কে আছগর ? না আদৌ তা নয়। বরং, সে এ তা'বিজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহ্‌ প্রতি আকৃষ্ট হল, অন্যের উপর ভরসা করল, অন্যের কাছে আশ্রয় চাইল এবং সৃষ্টির কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। আর এভাবে তা'বিজকারী তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে দিল। শয়তান কি কখনো তার ভাই, মানব শয়তানের মাধ্যম ছাড়া এরূপ কাজ করার ক্ষমতা রাখে ?

আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ، بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُوْنَ * (سورة الأنبياء : ٤٢)

অর্থাৎ *"বলুন ঃ 'রহমান' থেকে কে তোমাদেরকে হিফাযত করবে রাতে ও দিনে। বরং তারা তাদের পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।"* (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৪২ আয়াত।)

অতঃপর সে (মানুষরূপী শয়তান) তা'বিজের মধ্যে শয়তানের তেলেসমাতির সাথে কিছু কুরআনের আয়াত লিখে দেয় এবং অপবিত্র অবস্থায় তা'বিজটি লটকিয়ে দেয়। আর এ অবস্থায় সে পাশাব-পায়খানা করে, কামনা-বাসনা পূরণ করে। এক কথায়, সর্বাবস্থায় তার সাথে এ তা'বিজ ঝুলানো থাকে। যত অপবিত্র অবস্থাই হোক না কেন, সে তার বিন্দুমাত্র পরওয়া কিংবা সম্মানও করে না। আল্লাহ্‌র শপথ ! কুরআনের চরম শত্রুরাও তার এত অমর্যাদা ও বেইয্‌যতি করেনি, যা এই মুসলিম দাবীদার শয়তানরা করেছে এবং করছে। আল্লাহর শপথ ! কুরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছে একমাত্র এই লক্ষ্যে যে, মানুষ তা তিলাওয়াত করবে, তার মর্ম অনুযায়ী 'আমল করবে, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, তার বাণী মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে, তার নির্দেশিত সীমার মধ্যে অটুট থাকবে, তার ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এই বিশ্বাস করবে যে, কুরআনের সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। অথচ ওরা (তা'বিজপন্থীরা) এসব লক্ষ্য ত্যাগ করেছে এবং এগুলোকে তারা পিছনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, একমাত্র তা কাগজে লেখা ছাড়া আর কিছুই বাকী রাখেনি। এভাবে তারা কুরআনকে রুজির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে, আর এ পন্থায় আয়ের যত হারাম ব্যবস্থা আছে তার সবটুকুই গ্রহণ করে নিয়েছে।

যদি কোন শাসক তার অধীনস্থ কাউকে এ বলে চিঠি পাঠায় যে, এটা কর- ওটা ছেড়ে দাও, তোমার পক্ষ থেকে এভাবে নির্দেশ দাও, আর এভাবে নিষেধ কর

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

ইত্যাদি। আর ঐ ব্যক্তি উক্ত চিঠিটি না পড়ে, তার আদেশ নিষেধ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা না করে, যাদের কাছে শাসক তা প্রচার করতে বলেছে, তাদের কাছে না পৌঁছিয়ে, তাকে তা'বিজ বানিয়ে হাতে ও গলায় ব্যবহার করে এবং তাতে যা লেখা আছে তার প্রতি মোটেও দৃষ্টিপাত না করে, তবে তাকে নিশ্চয়ই উক্ত শাসক কঠিন শাস্তি দিবেন।

অতএব, দুনিয়ার শাসকের নির্দেশ অমান্য করলে যদি এ পরিণতি হয়, তাহলে নভোঃমন্ডল ও ভূমন্ডলের সর্বশক্তিমান অধিপতি, রাজাধিরাজ আল্লাহ্ প্রদত্ত কুরআনের নির্দেশ অন্যান্য করলে কি ভয়াবহ পরিণতি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

কারণ, তিনি এমন এক সত্ত্বা যাঁর জন্যই সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা এবং যাঁর নিকট সব কিছুই প্রত্যাবর্তিত হবে। অতএব, তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল কর। তিনিই সবার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। আর তিনিই আরশে আযীমের অধিপতি। (মা'আরেফুল কুরআন ১/৩৮২)।

৫. অনেক সময় কুরআনের তা'বিজ ধারণ করায় তার অবমাননা করা হয়। যেমন, তা'বিজসহ পায়খানা প্রস্রাবখানায় প্রবেশ করা ইত্যাদি।

৬. যারা কুরআনের অর্থ বুঝে না অথবা তার সম্মান করতে জানে না, তারা যদি কুরআনের তা'বিজ সাথে ধারণ করে, তবে তাদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত প্রযোজ্য হয়ঃ

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً * (سورة الجمعة : ٥)

অর্থাৎ *"তারা যেনপুস্তক বহনকারী গর্দভ।"* (সূরা জুমু'আ ৬২ ঃ ৫ আয়াত) কারণ তারা তার মর্ম বুঝে না, তার সম্মান সম্পর্কে অজ্ঞ, এমনকি অনেক সময় তার উপর নাপাক লাগিয়ে দেয় যখন সে পাগল বা ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা রাখে না।

৭. কুরআনের তা'বিজ ধারণ করলে সাধারণতঃ মোআওয়াজাতাইন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পড়ার সুন্নত প্রথা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। কারণ, যারা সম্পূর্ণ কুরআন গলায় ঝুলায় তারা মনে করে - **সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস ও আয়াতুল কুরসী** ইত্যাদি পাঠ করে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, পূর্ণ কুরআনই তো তারা ধারণ করে আছে।

৮. কুরআনের তা'বিজ ঝুলানোর ব্যাপারটা, দলীলের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকার কারণে জায়েয কি হারাম সেটা বলা দুষ্কর। আর যে মাসলাহ্র অবস্থা এরূপ হয়, ফিৎনা ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য সেসব কার্য পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তা'বিজ ব্যবহার ঃ অতীত ও বর্তমান

তা'বিজ ব্যবহার জাহেলী যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সে যুগে মানুষের উপর চেপে বসেছিল অজ্ঞতা, আর তারা পরিণত হয়েছিল শয়তানের দাসে। তাই বৃদ্ধি পেয়েছিল তাদের ভ্রষ্টতা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا * (سورة الجن : ٦)

অর্থাৎ "আর কতিপয় মানুষ কতক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (সূরা জিন ৭২ ঃ ৬ আয়াত।)

জাহেলী যুগের ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে যে, তৎকালীন আরবরা যখন কোন বিশাল মরু প্রান্তরে বন্য পশুদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছতো, তখন ভূত-প্রেত, জিন ও শয়তানের আশংকা করত এবং কাফেলার মধ্যস্থিত একজন দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে এই বলে আওয়াজ দিত - আমরা এ উপত্যকার সরদারের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন তারা কোন বিপদের সম্মুখিন হত না এবং উক্ত আওয়াজ তাদের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে গণ্য করত। এ জন্যই জাহেলী যুগের লোকেরা বিভিন্ন পশু জবাই করে জিনদের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করত, যাতে তারা কোন প্রকার ক্ষতি সাধন না করে। তাদের কেউ ঘর নির্মাণ করলে কিংবা কোন কূপ খনন করলে জ্বিনদের ক্ষতি রোধের লক্ষ্যে পশু জবাই করত। এভাবেই তাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, কোন কোন পাথর, গাছপালা, জীবজন্তু এবং খনিজ পদার্থের এমন এমন গুণাবলী রয়েছে, যেগুলি তাদেরকে জিনের ক্ষতি এবং মানুষের বদ নজর থেকে রক্ষা করে। তাই সেগুলি দিয়ে তা'বিজ বানিয়ে ব্যবহার করতে লাগল এবং সেগুলির উপর পূর্ণ ভরসা করতে লাগল। মূলতঃ এর প্রধান কারণ ছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা এবং তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস না থাকা। এ কারণেই, তাদের তা'বিজ ব্যবহার ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাদের কাছে প্রচলিত তা'বিজগুলি নিম্নরূপঃ

১. النفر আনুনাফরা এটা এক ধরণের তা'বিজ যা জিন ও মানুষের বদ নজর থেকে হিফায়তে থাকার জন্য শিশুদের হাত, পা কিংবা গলায় বেঁধে দেয়া হয়। আবার কখনও অপবিত্র জিনিস দ্বারা 'নাফরা' নামক তা'বিজ দেয়া হত। যেমন ঋতু স্রাবের

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

নেকড়া, হাড় ইত্যাদি। কখনও বা বিশ্রী নাম দিয়ে তা'বিজ বানাত। যেমন ঃ قنفذ ক্বানফায ইত্যাদি।

২. শৃগাল কিংবা বিড়ালের দাঁত।

৩. العقرة **আল 'আক্বরা** - এটা ঐ তা'বিজকে বলা, যা মহিলারা বাচ্চা না হওয়ার কারণে কোমরে বাঁধে।

৪. الينجليب **ইয়ানজালিব** - স্বামী রাগ করলে বা কোথাও রাগ করে চলে গেলে তার মনকে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী করার জন্য কিংবা তার ফিরে আসার জন্য যে তা'বিজ ব্যবহার করা হয় তাকে ইয়ানজালিব বলে।

৫. التولة তিওয়ালা, القرزحلة ক্বারযাহলা, دردبيس দারদাবীস, الكحلة কাহলা, الكرار কারার এবং الهمرة হামরা - এসব হচ্ছে পুতি জাতীয় তা'বিজ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ার জন্য এগুলি ব্যবহার করা হয়। ক্বারার এবং হামরা এর জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট মন্ত্র ঃ

يَا كَـرَارُ كَـرِيْهِ يَا هُمْـرَةُ اِهْمَـرِيْـهِ أَنْ أَقْـبَلَ فَسَـرِيْـهِ
وَأَنْ أَدْبَـرَ فَضَـرِيْهِ مِنْ فَـرْجِـهِ إِلَى فِـيْهِ .

বলা বাহুল্য যে, এই মন্ত্র আল্লাহ্‌র ربوبية রবুবিয়্যাত ও إلهية ইলাহিয়্যাত এর ক্ষেত্রে বড় শির্‌ক।

কারণ, মন্ত্রের এই অংশে এই ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এটা ক্ষতি ও উপকারের মালিক। আর এটাই হচ্ছে ربوبية রাবুবিয়্যাতে শির্‌ক। অনুরূপভাবে এই মন্ত্রে গাইরুল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তার কাছে দু'আও চাওয়া হয়েছে إلهية অংশে। সুতরাং এটা ইলাহিয়্যাতের শির্‌ক। আল্লাহ আমাদেরকে এসব শির্‌ক থেকে বাঁচার তাওফিক দিন।

৬. الخصمة **খাছমা** - এই তা'বিজ রাজা-বাদশাহ্‌ কিংবা বিচারকের কাছে যাওয়ার সময়, মামলায় জিতার জন্য আংটির নীচে, জামার বোতামে অথবা তরবারীর কভারে ব্যবহার করা হয়।

৭. العطفة **আত্‌ফা** - এটা ব্যবহারকারীর প্রতি মানুষের দয়া মায়া সৃষ্টি হবে বলে ধারণা করা হয়।

৮. السلوانة **সালওয়ানা** - এটা সাদা পুতি জাতীয় বস্তু দ্বারা তৈরী তা'বিজ। বালুতে পুতে রাখলে কাল হয়ে যায়। অতঃপর সেখান থেকে উঠিয়ে তা ধৌত করে অস্থির মানুষকে পানি পান করালে সে শান্তি ফিরে পায় বলে মনে করা হয়।

৯. القبلة **ক্বাবলা** - বদ নযর থেকে রক্ষা পাবার জন্য সাদা পুতির এর তা'বিজ ঘোড়ার গলায় বেঁধে দেয়া হয়।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

১০. الودعة ওয়াদা'আ - এটি পাথরের তা'বিজ। বদ নযর থেকে হিফাযতে থাকার উদ্দেশ্যে এটাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।

১১. যাকে সাপে দংশন করেছে, তার গলায় স্বর্ণের অলংকার বেঁধে দেয়া, আর ধারণা পোষণ করা যে, এতে দংশিত ব্যক্তি ভাল হয়ে যাবে। আর একটি ধারণা পোষণ করা যে, এরকম লোকের গলায় সীসার অলংকার ঝুলানো হলে সে মারা যাবে।

১২. যাদু ও বদ নযরের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য খরগোশের হাঁড় ব্যবহার করা হয়।

১৩. تحويطة তাহবীতা- লাল ও সাদা রংয়ের তাগায় ছিগা তুলে মহিলার কোমরে বাঁধা হয় এবং তাতে পুতি ও রৌপ্যের চন্দ্র গেঁথে দেয়া হয়। ঐ তা'বিজ তাদের ধারণা মতে, বদ নযর থেকে হিফাযত করে।

এগুলি হচ্ছে, জাহেলী যুগের তা'বিজ সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস ও কিছু কুসংস্কারের চিত্র। তা'বিজের আকার আকৃতি বা ধরণ পরিবর্তন হলেও 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এগুলির অনেকটাই বর্তমান সমাজে বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জাহেলী যুগে যে ব্যক্তি বদ নযর থেকে বাঁচার জন্য ঘোড়ার গলায় খেজুরের ছিলা লটকাতো এবং বর্তমানে বদ নযর থেকে বাঁচার জন্য যে জুতা লটকায় এতদুভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্যই নেই। উভয়ের হুকুম অভিন্ন। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ এই হাদীছকে ছহীহ আখ্যায়িত করার পর তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তা'বিজ ব্যবহারের এই গোমরাহী বেদুঈন-কৃষক থেকে শুরু করে অনেক শহুরে লোকদের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে।

এভাবে দেখা যায়, অনেক ড্রাইভার তাদের গাড়ীর সামনের গ্লাসে তাগায় পুতি গেঁথে তা ঝুলিয়ে রাখে। অনুরূপভাবে, বাড়ী অথবা দোকানের সামনে ঘোড়ার খুরের লোহার আংটি ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ সকল জিনিস ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বদ নযর থেকে হিফাযতে থাকা। আসলে এ ধারণাগুলি তাওহীদ, শির্‌ক ও মূর্তি পূজা সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। যুগে যুগে মানব সমাজে রাসূল প্রেরণ করার পিছনে যে কারণ ছিল, তা হল সমস্ত শির্‌ক, মূর্তি পূজা ইত্যাদি দূর করে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং আজকের দুনিয়ায় মুসলিমদেরকে অজ্ঞতা, দ্বীন থেকে তাদের দূরত্ব ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছি।

মুসলিমরা যে শুধু দ্বীনের বিরোধী কাজ করে তাই নয়, বরং তাদের অনেকেই এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, দালায়েল আল খাইরাত গ্রন্থের লেখক শায়খ আল জাযুলী বলেছেন ঃ

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ مَّا سَجَعَتِ الْحَمَائِمُ وَحَمَتِ الْحَوَائِمُ وَسَرَّحَتِ الْبَهَائِمُ وَنَفَعَتِ التَّمَائِمُ . (سلسلة الأحاديث الصحيحة)

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্ ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধরের উপর শান্তি বর্ষণ করুন, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ কবুতর গান গাইতে থাকে, পাখীরা ঘুরাফিরা করতে থাকে, জন্তু জানোয়ার চারণ ভূমিতে চরতে থাকে এবং তা'বিজ উপকার করতে থাকে।' (সিলসিলাতুল আহাদীস আস্-ছহীহা)।

বর্তমানেও অনেক দেশে বই আকারে শিরকী তা'বিজ সমূহ ছাপানো হয় এবং 'আকরাব' নামক কক্ষ পথে চন্দ্রের অবস্থান কালে সেই তা'বিজগুলোতে বিচ্ছুর ছবি অংকন করা হয়। এই তা'বিজ সম্পর্কে ধারণা পোষণ করা হয় যে, এটা যার হাতে বাঁধা থাকবে তাকে বিচ্ছু দংশন করবে না।

আল্লামা আশ্ শাকীরী তার রচিত আস্সুনান ওয়াল-মুবতাদা'আত নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, যে সমস্ত শিরকী তা'বিজ বর্তমান যুগে প্রসার লাভ করেছে, সেগুলির মধ্যে একটি নিম্নে প্রদত্ত হল। এই তা'বিজ ঐ লোকের জন্য লেখা হয় যার চক্ষু জ্বালা যন্ত্রনা করে।

তা'বিজটিতে লেখা হয়ঃ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * إِنَّ فِي الْعَيْنِ رَمَدٌ

احْمِرَارٌ فِي الْبَيَاضِ * حَسْبِيَ اللهُ الصَّمَدُ

يَا إِلٰهِيْ بِاعْتِرَافِيْ * فِيْ اعْتِزَالِكَ عَنْ وَلَدٍ

عَافِ عَيْنِيْ يَا إِلٰهِيْ * اَكْفِنِيْ شَرَّ الرَّمَدِ

لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيْكٌ * لَا وَلَا كُفُواً أَحَدٌ

অর্থাৎ 'বলুন আল্লাহ্ এক, চোখ জ্বালা যন্ত্রণা করছে, চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে গেছে, অমুখাপেক্ষী আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। প্রভু হে ! আমি স্বীকার করছি, তুমি সন্তান থেকে পবিত্র, হে আল্লাহ্ আমার চক্ষু ভাল করে দাও, চোখের জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে দাও। আল্লাহর কোন অংশীদার নেই, নেই তাঁর কোন সমকক্ষ।'

লক্ষণীয় যে, উক্ত তা'বিজে কুরআনের সাথে কবিতা মিশ্রিত করা হয়েছে, অথচ কুরআনকে কবিতা থেকে পবিত্র রাখা আমাদের কর্তব্য। (সুনান ও বিদ'আত)

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

আল্লামা আশ্ শাকীরী الرحمة فى الطب والحكمة كتاب নামক কিতাবে এরকম আরেকটি তা'বিজের কথা উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা অন্ধদের তদবীর করা হয় ঃ

عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَيَّتُهَا الْعَيْنُ بِحَقِّ شَرَاهِيًا بَرَاهِيًا أَدْنُوَاى أَصْبَاؤُتَ آلَ شَدَاى عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَيَّتُهَا الْعَيْنُ الَّتِي فِيْ فُلَانٍ بِحَقِّ شَهْتٍ بَهْتٍ أَشْهَتْ . (المصدر السابق ص ٣٢٦)

এই তা'বিজে শয়তানের নামে শপথ করা হয়েছে, সেটা শির্ক ও কুফরের অন্তর্ভূক্ত। (আল্লাহ্ আমাদেরকে কুফর ও শির্ক থেকে হিফাযত করুন।)

শায়খ আরো একটি তা'বিজের বর্ণনা দিয়েছেন। তা'বিজটি নিম্নরূপ ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْقَرِيْنَةِ ، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَ الْقَرِيْنَةِ فِيْ تَضْلِيْلٍ ، وَأَرْسَلَ عَلَى الْقَرِيْنَةِ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ، تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ فَجَعَلَ الْقَرِيْنَةَ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ، يَا عَافِيْ يَا شَدِيْدُ ذَا الطَّوْلِ . (السنن المبتدعات ٣٣٢)

এটা কি কুরআনের সাথে খেলা করা নয় ? কুরআন বিকৃতি করা নয় ? কুরআনের সাথে বিদ্রূপ করা নয় ? এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, যারা বলেছেন - 'কুরআনের তা'বিজও হারাম' তাদের কথা অনেক শক্তিশালী এবং অগ্রাধিকার যোগ্য। কারণ, এর দ্বারা ঐ সমস্ত শির্কের রাস্তা বন্ধা হয়ে যায়, যেগুলির কিছু দৃষ্টান্ত একটু আগে আমরা পেশ করলাম।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায বলেন ঃ যে সকল মন্ত্র রোগী ও শিশুদের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, সেগুলিও **তামীমা - এর অন্তর্ভূক্ত।** তাই সেগুলি ব্যবহার করা হারাম হবে, এটাই বিশুদ্ধ রায়। এসব **শির্ক হিসাবে পরিণত হবে।** কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ .

www.downloadbdbooks.blogspot.com

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তা'বিজ ঝুলাবে, আল্লাহ্ তার কাজ পূর্ণ বা সমাধা করবেন না। যে ব্যক্তি কড়ির তা'বিজ ঝুলাবে, আল্লাহ তাকে শান্তি দিবেন না। নিশ্চয়ই ঝাড়-ফুঁক কিংবা মন্ত্র, তা'বিজ এবং বিশেষ ধরণের ভালবাসার তা'বিজ ব্যবহার করা শির্‌ক। আর যে তা'বিজ ব্যবহার করলো, সে শির্‌ক করলো।'

কুরআন হাদীছের তা'বিজের ব্যাপারে এই মর্মে মতবিরোধ রয়েছে যে, এটা হারাম কিনা। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, এটা হারাম কারণ, প্রথমতঃ তামীমা প্রসঙ্গে যে সকল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোই ব্যাপক। অতএব, এগুলি কুরআনের হউক কিংবা কুরআনের বাইরের হউক, সকল তা'বিজকেই শামিল করে।

দ্বিতীয়ত ঃ শির্‌কের পথ বন্ধ করে দেয়ার নিমিত্তে সকল তা'বিজ হারাম হওয়া উচিত। কারণ, কুরআনের তা'বিজ বৈধ গণ্য হলে, সেপথে অন্যান্য তা'বিজের আগমনও শুরু হবে। সেগুলি এবং কুরআনের তা'বিজ একাকার হয়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করবে। এভাবে নির্দ্বিধায় সকল তা'বিজের ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে এবং শির্‌কের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এটা সকলেরই জানা যে, যে সমস্ত মাধ্যম বা উপকরণ মানুষকে শির্‌ক কিংবা গুনাহর দিকে নিয়ে যায়, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান।

শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ বিন 'ওছায়মিন তা'বিজ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন- তা'বিজ দুই ধরণের হয়ে থাকে।

১. কুরআনের তা'বিজ এবং

২. কুরআন ছাড়া অন্যান্য জিনিসের তা'বিজ, যার অর্থ রোধগম্য নয়।

প্রথম প্রকারের তা'বিজের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল স্তরের আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ তা'বিজকে এই বলে জায়েয গণ্য করেছেন যে, তা কুরআনের নিম্নোক্ত দুটি আয়াতের অন্তর্ভূক্ত এবং এটা ব্যবহার করা, তার দ্বারা মন্দ ও অকল্যাণ দূর করা কুরআনি বরকতের অন্তর্ভূক্ত।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ *

(سورة الإسراء : ٨٢)

অর্থাৎ *"আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য রহমত।"* (সূরা ইসরা ১৭ ঃ ৮২ আয়াত)।

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ * (سورة ص : ٢٩)

অর্থাৎ *"এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি।"* (সূরা সাদ ৩৮ ঃ ২৯ আয়াত)

www.downloadbdbooks.blogspot.com

আর কিছু সংখ্যক আলেমের মতে এটা সম্পূর্ণ নাজায়েয। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়নি যে, ওটা মন্দ দূর করার বা তা থেকে হিফাযতে থাকার শরীয়ত সম্মত মাধ্যম। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মূলনীতি হল التوقيف তাওক্বীফ। এটাই নির্ভরযোগ্য। তাই কুরআনের হলেও তা'বিজ ঝুলানো নাজায়েয। এভাবে রুগীর বালিশের নীচে রাখা, দেয়ালে ঝুলানো ইত্যাদি সবই নাজায়েয। এ ব্যাপারে শুধু এটুকুই শরীয়ত সম্মত যে, রুগ্ন ব্যক্তির জন্য দু'আ করা যাবে এবং সরাসরি তার উপর পাঠ করা যাবে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতেন।

পরিশিষ্ট

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সাহায্যে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি শেষ হল। আলোচনার বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদান করা হল।

১. তা'বিজের ব্যবহার জাহেলী যুগ থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে এবং তা'বিজ সম্পর্কে তাদের মধ্যে নানা রকমের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যাণ-ধারণা প্রসিদ্ধ ছিল।

২. তা'বিজ ব্যবহারে 'আক্বীদাহ -বিশ্বাসে ত্রুটি এবং চিন্তাধারায় ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ করে।

৩. ব্যবহারকারী এবং তা'বিজের বিষয়বস্তু অবস্থা ভেদে কখন বড় শির্ক, আবার কখনওবা ছোট শির্ক হয়।

৪. ছাহাবায়ে কিরামদের (রাঃ) ফতোয়া অনুসারে ছোট শির্ক কবীরা গুনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ।

৫. যাদুকর কিংবা উহা সমতুল্য ভন্ড লোকদের কারণে আজ পর্যন্ত মানব সমাজে তা'বিজের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে।

৬. কল্যাণ বা ক্ষতি সাধন দূর করার জন্য তা'বিজ শরীয়ত সম্মত কোন মাধ্যম নয় এবং স্বাভাবিক মাধ্যমও নয়।

৭. সর্বসম্মত মত এই যে, কুরআন ও হাদীছ শরীফের তা'বিজ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

সহায়ক উৎসনির্দেশ

১. **তারগীব-তারহীব** ঃ হাফেয মুনযেরী

২. **তাফসীরে তাবারী** ঃ আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারীর

৩. **তাফসীর আল-কুরআনুল 'আযীম** ঃ ইবনে কাসীর

৪. **আত্-তাহ্দীহ্ আন তাওহীদুল খালাক ফী জওয়াবে আহ্লুল ইরাক** ঃ শায়খ সুলাইমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব

৫. **তাহজীবে মাদারেজুস ছালেকীন** ঃ আবদুল মুনইম আল-আলী

৬. **তাইসিরুল আযীযুল হামীদ** ঃ শায়খ সুলাইমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব

৭. **আল-জওয়াবুল কাফীলিমান সাআলা আনিদ দাওয়া উশ-শাফী** ঃ আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম আল জাওযীয়াহ

৮. **সিলসিলাতুল আহাদীস আছ-ছহীহা** ঃ নাসির-উদ-দীন আলবানী

৯. **আস-সুনান ওয়াল বিদ'আত** ঃ মুহাম্মাদ আবদুল সালাম খদর

১০. **সুনানে কুবরা** ঃ হাফেয আবু বকর আল-বায়হাকী

১১. **সুনানে নাসাঈ - শরাহ** ঃ হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী

১২. **সুনানে আবী দাউদ - তা'লিক** ঃ ইয্যত 'ওবায়েদ

১৩. **সুনানে ইবনে মাজাহ - তাহ্কীক** ঃ মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী

১৪. **সুনানে তিরমিযী - তাহ্কীক** ঃ আহ্মদ শাকের

১৫. **শির্ক ওয়া মাজাহেরুহু** ঃ মুবারক বিন মুহাম্মাদ আল-মাইলী

১৬. **ছহীহ্ ইবনে খুযাইমা - তাহকীক** ঃ মুহাম্মাদ আজমী

১৭. **ছহীহ বুখারী** ঃ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী

১৮. **ছহীহ মুসলিম** ঃ মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী

১৯. **আল-ফাতাওয়া** ঃ শায়খ আবদুল আযীয বিন বায

২০. **ফতহুল বারী** ঃ হাফেয শিহাব উদ্দীন ইবনে হাজর আসকালানী

২১. **ফতহুল মজীদ** ঃ শায়খ আবদুল রহমান বিন হাসান

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

২২. **আল-ফছল ফীল মিলাল** ঃ ইবনে মুহম্মাদ আলী ইবনে হযম জাহেরী

২৩. **কুর্‌রাতু উয়ুনিল মুওয়াহেদীন** ঃ শায়খ আবদুর রহমান ইব্‌নে মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব

২৪. **আল-কওলুস সাদীদ ফী মাকাছিদুত্‌ তাওহীদ** ঃ আবদুর রহমান বিন নাসের আস্‌-সা'য়াদী

২৫. **লিসানুল আরব** ঃ জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মনযুর

২৬. **মজমায়ুজ জাওয়ায়েদ ওয়া মাবনা'উল ফাওয়ায়েদ** ঃ হাফেয আলী বিন আবু বকর হায়ছমী

২৭. **আল-মজমুউস-সামীন মিন ফতাওয়া** ঃ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ উসাইমীন

২৮. **মাদারিজুস সালেকীন** ঃ আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম জাওযীয়া

২৯. **মুস্তাদরীকে হাকীম** ঃ হাফেয আবু আবদুল্লাহ নিসাপুরী

৩০. **মুসনাদে আহ্‌মাদ বিন হাম্বল**

৩১. **আল্‌-মুসান্নফ** ঃ হাফেয আবু বকর আবদুর রায্‌যাক সনয়ানী

৩২. **আল্‌-মুসান্নফ** ঃ হাফেয আবু বকর বিন আবী শায়বা

৩৩. **মা'য়ারেজুল কবুল** ঃ হাফেয ইবনে আহ্‌মদ হাকামী

৩৪. **আল্‌-মুফাস্‌সল ফী তারীখিল আরব** ঃ জাওয়াদ আলী

৩৫. **মুয়াত্তা** ঃ ইমাম মালেক (রঃ)

৩৬. **আন্‌-নিহায়া ফী গরীবুল হাদীছ** ঃ ইবনুল আসীর

সমাপ্ত

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হিয়াল আহ্‌দ

সালাত ত্যাগকারীদের প্রতি শরীয়তের বিধান কি ?

শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায
শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমিন

প্রশ্ন ঃ এক

আমার বড় ভাই, তিনি সালাত পড়েন না, এ কারণে আমি কি তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখব, নাকি সম্পর্ক ছিন্ন করবো ? প্রকাশ থাকে যে, তিনি আমার সৎ ভাই (বিমাতার ছেলে)।

উত্তর ঃ

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগ করে, যদি সে সালাত ওয়াজিব হওয়ার (অপরিহার্যতার) একরার বা স্বীকার করে, তবে ওলামাদের দু'টি মতের সবচেয়ে সহীহ মত অনুযায়ী সে বড় কুফরী করবে। আর যদি সালাত ওয়াজিব হওয়ার অস্বীকারকারী বা অবিশ্বাসী হয়, তাহলে ওলামাদের সর্বসম্মত মতে সে কাফের হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরশাদ হলো ঃ

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ ، وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ .

অর্থ ঃ "কর্মের মূল হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে সালাত এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ বা সংগ্রাম করা।" (তিরমিযি, আহমদ এবং ইবনে মাজাহ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)

এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরো এরশাদ হলো ঃ

بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .

অর্থ ঃ "ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ছেড়ে দেয়া।" (মুসলিম)
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এরশাদ করেন ঃ

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .

অর্থ ঃ "আমাদের এবং তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি তাহলো সালাত, অতএব যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।" (ইমাম আহমদ এবং আহলে সুনান সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)

সালাত ত্যাগ করা কুফরীর কারণ হলো যে, যে ব্যক্তি সালাত ওয়াজিব হওয়ার অস্বীকারকারী সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল, আহলে এলম ও ঈমান এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। যে ব্যক্তি অলসতা করে সালাত ছেড়ে দিল তার থেকে উক্ত ব্যক্তির কুফরী খুবই মারাত্মক। উভয় অবস্থাতেই যারা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন,

www.downloadbdbooks.blogspot.com

তাদের প্রতি অপরিহার্য হলো যে, তারা সালাত ত্যাগকারীদেরকে তাওবাহ করার নির্দেশ দিবেন, যদি তাওবাহ না করে, তাহলে এ বিষয়ে বর্ণিত দলীলের ভিত্তিতে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করবেন।

অতএব সালাত ত্যাগকারীকে বর্জন করা এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব এবং সালাত ত্যাগ করা থেকে তাওবাহ না করা পর্যন্ত তার দা'ওয়াত গ্রহণ করা যাবে না, সাথে সাথে তাকে ন্যায়ের পথে আহ্বান ও নসিহত প্রদান করা ওয়াজিব এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সালাত ত্যাগ করার কারণে যে শাস্তি তার প্রতি নির্ধারিত আছে তা থেকে সাবধান করতে হবে। এর ফলে হয়তো বা সে তাওবাহ করতে পারে এবং আল্লাহ পাক তার তাওবাহ কবুলও করতে পারেন।

ফতোয়া প্রদান ঃ মাননীয় শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহমাতুল্লাহ) 'ফাতাওয়া ওলামাইল বালাদিল হারাম' নামক কিতাব থেকে সংগৃহিত। পৃষ্ঠা - ১৪০

প্রশ্ন ঃ দুই

কোন ব্যক্তি যদি তার পরিবার-পরিজনকে সালাত পড়ার জন্য নির্দেশ দেয়, যদি তারা তার নির্দেশের প্রতি কোন গুরুত্ব না দেয়, তাহলে সে তার পরিজনের সাথে কি ধরণের ব্যবহার করবে ? সে কি তাদের সাথে এক সাথে বসবাস এবং মিলে মিশে থাকবে, না কি সে বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যাবে ?

উত্তর ঃ

এ সমস্ত পরিবার যদি একেবারেই সালাত না পড়ে, তাহলে তারা অবশ্যই কাফের, মুরতাদ (স্বধর্মত্যাগী) ও ইসলাম থেকে খারিজ - বহির্ভূত হয়ে যাবে। উক্ত ব্যক্তির জন্য তাদের সাথে একই সংগে অবস্থান এবং বসবাস করা জায়েজ নয়। তবে তাদেরকে দাওয়াত দেয়া তার জন্যে ওয়াজিব এবং বিনয়ের সাথে ও প্রয়োজনে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে সালাত পরার জন্য আহ্বান জানাতে হবে। এর ফলে হয়তো আল্লাহ পাক তাদেরকে হিদায়াত দান করতে পারেন। কারণ, সালাত ত্যাগকারী কাফের। আল্লাহ রক্ষা করুন।

এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত ও সাহাবায়ে কিরামের উক্তি এবং সহীহ্ বিবেচনা-পর্যবেক্ষন উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণ ঃ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * (سورة التوبة ١١)

অর্থ ঃ "অতএব যদি তারা তাওবাহ করে নেয় এবং সালাত পড়তে থাকে ও যাকাত দিতে থাকে, তবে তারা তোমাদের ধর্মভাই হয়ে যাবে ; আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিধানাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে থাকি।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত -১১)

আয়াতের অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, যদি তারা উক্ত কাজগুলি না করে, তাহলে তারা আমাদের ভাই নয়। তবে গোনাহ যত বড়ই হোন না কেন, গোনাহর কারণে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হবে না। কিন্তু ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার কারণে ঈমানী বন্ধন শেষ হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে হাদীস থেকে প্রমাণ ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

www.downloadbdbooks.blogspot.com

بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاَةِ .

অর্থ : "ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ছেড়ে দেয়া।" (মুসলিম)

এ সম্পর্কে হাদীসের সুনান গ্রন্থগুলিতে আবু বোরায়দাহ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন :

اَلْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .

অর্থ : "আমাদের এবং তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি তাহলো সালাত, অতএব যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।" (ইমাম আহমদ এবং আহলে সুনান সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)

সাহাবায়ে কিরামের কয়েকটি উক্তি :

আমীরুল মুমেনীন ওমর (রাঃ) বলেন :

لاَ حَظَّ فِى الإِسْلاَمِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ .

অর্থ : "যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল ইসলামে তার কোন অংশ নেই।"

الحظ 'আল হায্যু' শব্দটি এ স্থানে নাকেরাহ বা অনির্দিষ্ট যা না বাচক বর্ণনা প্রসংগে ব্যবহার হওয়ার ফলে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সালাত ত্যাগকারীর ইসলামে তার কম এবং বেশী কোনই অংশ নেই।

আব্দুল্লাহ বিন শাকীক বলেন :

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবগণ সালাত ত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোন কিছুকে কুফরী মনে করতেন না।"

সঠিক বিবেচনার দিকে থেকে :

প্রশ্ন হলো এটা কি কোন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার কথা হতে পারে যে, কোন এক ব্যক্তির অন্তরে যদি শরিষার দানা পরিমানও ঈমান থাকে এবং সালাতের মহত্ত্ব ও মর্যাদা বুঝে এবং আল্লাহ পাক সালাতের যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তাও সে জানে, এর পরেও কি সে সালাতকে নিয়মিত ছেড়ে দিতে পারে ? .... এটি কখনই সম্ভব হতে পারে না। যারা বলেন যে, সে কুফরী করবে না, তারা যে সমস্ত দলীলের ভিত্তিতে বলে থাকেন, আমি তাদের দলীলগুলি গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করে দেখেছি যে, তাদের ঐ সমস্ত দলীল ও প্রমাণ পাঁচ অবস্থার বাইরে নয়।

১. হয়তোবা উক্ত দলীলগুলো দলীল হিসাবে মূলত গ্রহণীয় নয়।

২. অথবা তাদের ঐ সমস্ত দলীল কোন অবস্থা অথবা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাথে শর্তযুক্ত ও সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে তাকে সালাত ত্যাগ করতে বাঁধা প্রদান করে।

৩. অথবা কোন অবস্থার সাথে শর্তযুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যারা সালাত ত্যাগ করে তাদের পক্ষে ওজর ও কৈফিয়ত হিসেবে পেশ করা হয়।

৪. অথবা দলীলগুলো আম বা ব্যাপক, সালাত ত্যাগকারীর কুফরীর হাদীস দ্বারা খাস বা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৫. অথবা ঐ সমস্ত দলীল দুর্বল যা প্রমাণ হিসেবে অগ্রহণীয়।

এবং এ কথা যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে সালাত ত্যাগকারী কাফের, তাই অবশ্যই তার প্রতি মুরতাদের হুকুম বর্তাবে। এবং উদ্ধৃতিতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, সালাত ত্যাগকারী মুমিন অথবা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা সে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে ইত্যাদি যার মাধ্যমে

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

আমরা বুঝতে পারি যে, সালাত ত্যাগকারীর কুফরীকে তাবীল বা অপব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সে নি'য়ামতের কুফরী তথা নিম্নতর কুফরীকারী।

সালাত ত্যাগকারীর প্রতি শরীয়তের বিধান ঃ

প্রথম ঃ তাকে (কোন মুসলিম মহিলার সাথে) বিবাহ দেয়া শুদ্ধ হবে না। সালাত না পড়া অবস্থায় যদি তার আকদ্ বা বিবাহ সম্পাদন করা হয়, তাহলেও তার নিকাহ বা বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। এবং এই বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে উক্ত স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল হবে না। আল্লাহ পাক মুহাজির মহিলাদের সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ * (سورة الممتحنة ١٠)

অর্থ ঃ যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিনা তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। মুমিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররা মুমিনা নারীদের জন্যে বৈধ নয়।" (সূরা মুমতাহিনাহ্, আয়াত- ১০)

দ্বিতীয় ঃ বিবাহ বন্ধন সম্পাদন হওয়ার পর যদি সে সালাত ত্যাগ করে, তাহলেও তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং পূর্বে যে আয়াত আমরা উল্লেখ করেছি সে আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। এ বিষয়ে আহলে এলমদের নিকট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রসিদ্ধ রয়েছে। বিবাহ বাতিল হওয়ার ব্যাপারে স্ত্রী মিলনের আগে হউক বা পরে হউক এতে কোন পার্থক্য নেই।

তৃতীয় ঃ যে ব্যক্তি সালাত পড়ে না, তার জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না। কেন তার জাবেহকৃত পশু খাওয়া যাবেনা ? .... এর কারণ হলো যে, উক্ত জবেহকৃত পশু হারাম। যদি কোন ইহুদী অথবা নাসারা (খৃষ্টান) জবেহ করে তা আমাদের জন্য খাওয়া হালাল। আল্লাহ রক্ষা করুন। উক্ত বেনামাযীর কুরবানী ইহুদী এবং নাসারার কুরবানী থেকেও নিকৃষ্ট।

চতুর্থ ঃ অবশ্যই তার জন্য মক্কা এবং হারামের সীমানায় প্রবেশ করা হালাল নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا * (سورة التوبة–٢٨)

অর্থ ঃ "হে মুমিনগণ ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটেও না আসতে পারে।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত - ২৮)

পঞ্চম ঃ উক্ত সালাত ত্যাগকারী ব্যক্তির কোন নিকটাত্মীয় বা জ্ঞাতি মারা যায়, তাহলে সে সম্পত্তির কোন মীরাছ পাবেনা। যেমন কোন ব্যক্তি যদি এমন সন্তান রেখে গেল, যে সালাত পড়ে না। (মুসলিম ব্যক্তি নামায পড়ে অথচ ছেলেটি সালাত পড়ে না।) এবং তার অন্য এক দূরবর্তী চাচাতো ভাই (স্বগোত্র ব্যক্তি - জ্ঞাতি) এই দু'জনের মধ্যে কে মীরাছ পাবে ? উক্ত মৃত ব্যক্তির দূরবর্তী চাচাতো ভাই ওয়ারিছ হবে, তার ছেলে কোনই ওয়ারিছ হবে না। এ সম্পর্কে ওসামা বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী উল্লেখ্য ঃ

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . متفق عليه

অর্থ ঃ "মুসলিম কাফেরের ওয়ারিছ হবে না এবং কাফের মুসলিমের ওয়ারিছ হবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.downloadbdbooks.blogspot.com

^ List

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (متفق عليه)

অর্থ ঃ "ফারায়েজ তাদের মৌল মালিকদের সাথে সংযোজন করো। অর্থাৎ সর্ব প্রথম তাদের অংশ দিয়ে দাও, যাদের অংশ নির্ধারিত। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকবে তন্মধ্যে (মৃতের) নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দেরই হবে অগ্রাধিকার।" (বুখারী ও মুসলিম)

এটি একটি উদাহরণ মাত্র এবং একই ভাবে অন্যান্য ওয়ারিছদের প্রতিও এই হুকুম প্রয়োগ করা হবে।

ষষ্ঠ ঃ সে মারা গেলে তাকে গোসল দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, দাফনের জন্য কাফন পরানো হবে না এবং তার উপর জানাযার সালাতও পড়া হবে না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফনও করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত মৃত ব্যক্তিকে কি করবো ? এর উত্তর হলো যে, আমরা তার মৃতদেহকে মরুভূমিতে (খালি ভূমিতে) নিয়ে যাবো এবং তার জন্য গর্ত খনন করে তার পূর্বের পরিধেয় কাপড়েই দাফন-কবরস্থ করবো। কারণ ইসলামে তার কোন পবিত্রতা ও মর্যাদা নেই। তাই করো জন্যে হালাল নয় যে তার কেউ মারা গেলে এবং তার সম্পর্কে সে জানে যে, সে সালাত পড়তো না, তাহলে মুসলমানদের কাছে জানাযার সালাতের জন্য উপস্থাপন করা যাবে না।

সপ্তম ঃ কিয়ামতের দিন ফিরআউন, হামান, কারূন এবং উবাই ইবনে খালফ কাফেরদের নেতা ও প্রধানদের সাথে তার হাশর-নাশর হবে। আল্লাহ রক্ষা করুন। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না তার পরিবার ও পরিজনের তার জন্য কোন রহমত ও মাগফিরাত এর দোয়াও করতে পারবে না। কারণ সে কাফের, মুসলমানদের প্রতি তার কোন হক বা অধিকার নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * (سورة التوبة-١١٣)

অর্থ ঃ "নবী এবং অন্যান্য মুমিনদের জন্য জায়েজ নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত - ১১৩)

প্রিয় ভাই সকল ! বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও মারাত্মক। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, কোন কোন মানুস বিষয়টিকে অবহেলা করে খুবই খাট করে দেখছে। তারা বাড়ীর ভিতরে অবস্থান করেও সালাত আদায় করছে না এবং তা কখনই জায়েজ নয়। নারী বা পুরুষ উভয়ের জন্য সালাত ত্যাগের এটিই হলো বিধান।

আমি সেই সমস্ত ভাইদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, যারা সালাত ছেড়ে দিয়েছেন এবং সালাত ছাড়াকে সহজ মনে করছেন। আপনি আপনার বাকি জীবনকালটা ভাল আমল করে পূর্বের ক্ষতিপূরন ও সংশোধন করুন। আপনি অবগত নন যে, আপনার বয়সের আর কত বাকী আছে। তা কি কয়েক মাস কয়েকদিন অথবা কয়েক ঘন্টা ? এ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর কাছে। সব সময় নিম্নলিখিত আল্লাহর বাণীর কথা স্মরণ করুন।

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى *

(سورة طه-٧٤)

www.downloadbdbooks.blogspot.com

অর্থ ঃ "যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্যে তো আছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।" (সূরা ত্বাহা, আয়াত - ৭৪)

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى *

(سورة النازعات -٣٨-٣٩)

অর্থ ঃ "অনন্তর সে সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়, জাহান্নামই হবে তার অবস্থিতি স্থান।" (সূরা নাযি'আত, আয়াত- ৩৮ ও ৩৯)

আল্লাহ যেন আপনাকে প্রতিটি ভাল ও নাজাতের কাজের তাওফিক দান করেন এবং তিনি যেন আপনার দিনগুলো শরীয়তের ছায়া এবং আশ্রয় থেকে দা'ওয়াত, এলম ও আমলে, সুখ, সমৃদ্ধি ও সাচ্ছন্দ্যময় রাখেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ), তাঁর পরিবার - পরিজন এবং তাঁর সকল সাহাবাগণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

ফতোয়া প্রদান ঃ মাননীয় শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল ওসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)।

* * * * *

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে কোন বান্দা হারাম উপায়ে উপার্জিত অর্থ দান-খায়রাত করলে তাহা কবুল করা হবে না। আর উহা নিজ কার্যে ব্যয় করলে তাতে বরকত হবে না। আর ঐ ধন-সম্পদ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে উহা তাহার জন্য দোযখের পুঁজি হইবে। (আহমদ, মিশকাত)

* * * * *

মিথ্যা সমস্ত পাপের মূল। মিথ্যা থেকেই সমস্ত শির্‌ক ও বিদ'আতের উৎপত্তি। তাই আসুন আমরা যাতে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ছোট-বড় এমনকি ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে খেলার ছলেও মিথ্যা না বলি।

সম্মানিত পাঠক! বান্দার ইবাদত আল্লাহর নিকট তখনই গ্রহণযোগ্যতা পায় যখন বান্দার ঈমান থাকে শির্‌কমুক্ত, 'আমল থাকে বিদ'আতমুক্ত আর উপার্জন থাকে হালাল বা হারামমুক্ত।

তাই আসুন! আমরা সমস্ত প্রকার শির্‌ক, বিদ'আত, কুফর ও হারাম কাজ থেকে নিজে বাঁচি। অন্যকে বাঁচার আহবান জানাই। আল্লাহ আমাদের তাওফিক্বদাতা।

www.downloadbdbooks.blogspot.com